JAN 16, 2020

JAN, , 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

প্রসঙ্গঃ বন্ধুবর জনাব আবছার তৈয়বী

আহা! আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম!!

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

JAN 18, 2020

23:44

সৌজন্যেঃ
মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল

Absar Taiyobi
9 hrs

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম!
-আবছার তৈয়বী
বছর দুয়েক আগে এক সকালে আমার বাসায় [ডান থেকে- ১ম ছবিতে] প্রিয় ভাই মাওলানা মুফতি ড. মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, আমি আবছার তৈয়বী, মুফতি শাহ আলম সাহেব, প্রিয় ভাই মাওলানা হাসান আল আযহারী, শায়খ আইনুল হুদা সাহেব, প্রিয়ভাই মাওলানা আনিসুর রহমান, প্রিয় ভাই মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দীকী এবং আমার দুই সন্তান।

মানুষ কত দ্রুত বদলায়! নিজের আকিদা বিশ্বাস বদলায়! নিজেকে বদলায়!

আহা! কতো আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল, ছিল কতো প্রেম ও হৃদ্যতা! আজ আর নেই। কোথায় হারিয়ে গেলো?

[ছবিদু'টো Anisur Rahman এর দু'বছর আগের টাইমলাইন থেকে নেয়া।]

- তারমানে অন্তত এই ছবিগুলো যেদিন তুলা হয় তার আগে "কী সুন্দর দিন কাটাইতাম"
- আগের দিনগুলি কেমন ছিল?

হালজামানায় আমাদেরকে প্রথম আঘাত আপনিই করেছিলেন বন্ধুবর!

- পরের দিনগুলিতে কি হল?
- সত্য তুলে ধরা, রাসূল ও আহলে বায়তের শানে গোস্তাখী তুলে ধরা এবং পালটা আঘাত করাটাই কি অপরাধ?
- সুন্নীয়তের স্বার্থে আপনাদের আঘাতের পর আঘাত নীরবে সহ্য করে গেলেই "কী সুন্দর দিন কাটাইতাম"!
- জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছি তাই এত কষ্ট? "মানুষ কত দ্রুত বদলায়! নিজের আকীদা বিশ্বাস বদলায়! নিজেকে বদলায়!"

বন্ধুসুজন! সহনশীল সহাবস্থানের ক্ষেত্র তৈরী না হওয়া পর্যন্ত বিগত প্রায় ১৫০ বছরে আমাদেরকে যতসব আঘাত করা হয়েছে, একটি একটি করে প্রতিটি আঘাত ফেরত দেয়া হবে, প্রতিটি তাকফীরী বক্তব্য খন্ডন করা হবে ইনশাআল্লাহ। শহীদে বালাকোটের অনুসারী প্রতিটি সুন্নী'র পক্ষে এটা আহলুসসুন্নাহ মিডিয়ার অংগীকার। প্রস্তুত থাকুন। বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম ভিডিওতে আপনাকেই কথাগুলি বলেছিলাম। আপনাদের আশা করি বিশ্বাস হয়েছে, আমরা যেমন আঘাত সইতে পারি হাসিমুখে, একইভাবে আঘাত ফেরাতেও পারি এবং হাসি মুখেই। আপনারাও চালিয়ে যান, আমরা উতসাহিত হবো, সুন্নীয়তের শহীদী সৈনিকেরা উজ্জীবিত হবে। কথা হবে বিদ্যমান ইতিহাস আর বিদ্যমান তাকফীরী ফতোয়ার ভিত্তিতে। **প্রেম ভালবাসা এখনো আছে।**

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

ভেজালমুক্ত সুন্নীয়তের স্বার্থে, প্রয়োজনে আদালতে

“নূরের সৃষ্টি” বাহাসে বাধ্য করতে হবে

প্রমাণিত ডাকাতির পর

JAN 18, 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

ফাজিলে বেরলভীর নামের সাথে রাহিমাহুল্লাহ বলা

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

JAN 18, 2020

হ্যা,
ফাজিলে বেরলভীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সিরিয়াস

মূলনীতি
অথরিটি

وفي

حديث ... من غيْرِ

وَجْهٍ عن ... لامِ حتَّى

يَحتلمَ». وَ

وقد ... ظَبْيانَ،

عن عَليٍّ ... . وَرَواهُ

الأعْمَشُ، ... يَرْفعهُ.

والعمـ

قد كـ ... لهُ سَماعاً

مِنْهُ.

وأبو

الجامع الكبير

للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي

المتوفى سنة ٢٧٩هـ

المجلد الثالث

الأحكام - الوصايا

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

الدكتور بشار عواد معروف

دار الغرب الإسلامي

(٢) (2) باب ما جاء في دَرْءِ الْحُدُودِ

١٤٢٤- حَدَّثَنَا عَبدالرحمنِ بن الأسْوَدِ أبو عَمْرٍو البَصْرِيُّ، قَال: حَدَّثَنَا محمدُ بن رَبيعةَ، قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عن الزُّهْرِيِّ،

= في الكبرى (الورقة ٩٦)، وأبو يعلى (٥٨٧)، والبيهقي ٨/ ٢٦٤-٢٦٥ من طريق أبي ظبيان، عن علي. وانظر المسند الجامع ١٣/ ٢٨٥ حديث (١٠١٦٧).

وأخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والبيهقي ٦/ ٥٧ و٧/ ٣٥٩ من طريق أبي الضحى، عن علي. وانظر المسند الجامع ١٣/ ٢٨٦ حديث (١٠١٦٨).

وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٣٤٧) من طريق الحسن، عن علي، موقوفاً، وقال الدارقطني في العلل (٣/ ١٩٢): «والموقوف أشبه بالصواب». قلت: وهو كذلك، لكن هذا الموقوف بحكم المرفوع».

عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ، قالت: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عن الْمُسْلِمينَ مَا اسْتَطَعْتُم، فَإِنْ كَانَ لهُ مَخرجٌ فَخلُّوا سَبِيلهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِىءَ في الْعَفْوِ خَيْرٌ من أنْ يخْطِىءَ في الْعُقُوبَةِ»[1] .

١٤٢٤ (م)- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن يَزِيدَ بن زِيَادٍ نَحو حديثِ محمدِ بن رَبيعةَ ولم يَرْفعْهُ[2] .

وفي البابِ عن أبي هُريرةَ، وَعَبدِاللهِ بن عَمْرٍو.

حديثُ عَائشةَ لَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعاً إلَّا من حديثِ محمدِ بن رَبيعةَ، عن يَزِيدَ بن زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ، عن النبيِّ ﷺ.

وَرَواهُ وَكِيعٌ، عن يَزِيدَ بن زِيَادٍ نَحوهُ ولم يَرْفعهُ، وَرِوايةُ وَكِيعٍ أَصَحُّ.

وقد رُوِيَ نَحوُ هذا عن غيْرِ وَاحِدٍ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ أنَّهمْ قَالُوا مِثْلَ ذلكَ.

وَيَزِيدُ بن زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعيفٌ في الحديثِ، وَيَزِيدُ بن أبي زِيَادٍ الْكُوفيُّ أثْبَتُ من هذا وَأقْدمُ.

(٣) (3) باب ما جاء في السَّتْرِ على المُسْلم

١٤٢٥- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ، عن الأعْمَشِ، عن

(١) أخرجه المصنف في علله الكبير (٤٠٩)، والدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم ٤/ ٣٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ و٩/ ١٢٣، والخطيب في تاريخه ٥/ ٣٣١. وانظر تحفة الأشراف ١٢/ ١٠١ حديث (١٦٦٨٩)، والمسند الجامع ٢٠/ ٤١-٤٢ حديث (١٦٧٩٩)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٢٣٧)، وإرواء الغليل، له (٢٣٥٥).

(٢) أخرجه البيهقي ٨/ ٢٣٨.

بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হদ প্রতিহত করা প্রসঙ্গে

١٤٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوعَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ ـ

১৪২৯. আবদুর রহমান ইবন আসওয়াদ ও আবূ আমর বাসরী (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যথাসম্ভব মুসলিমদের থেকে হদ প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে। সম্ভব হলে, কোন উপায় থাকলে তাকে তার পথে ছেড়ে দিও। কারণ, ইমাম বা কর্তৃপক্ষের শাস্তি প্রদান করে ভুল করা অপেক্ষা ক্ষমা করে ভুল করা শ্রেয়।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

একটি প্রশ্নের উত্তর ও আমাদের একজন আযহারী শায়খের একটি সেরা বক্তব্য

“আপাদমস্তক নূর, নূরের সৃষ্টি”

১৪৪

প্রমাণিত ডাকাতির পর

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

JAN 19, 2020
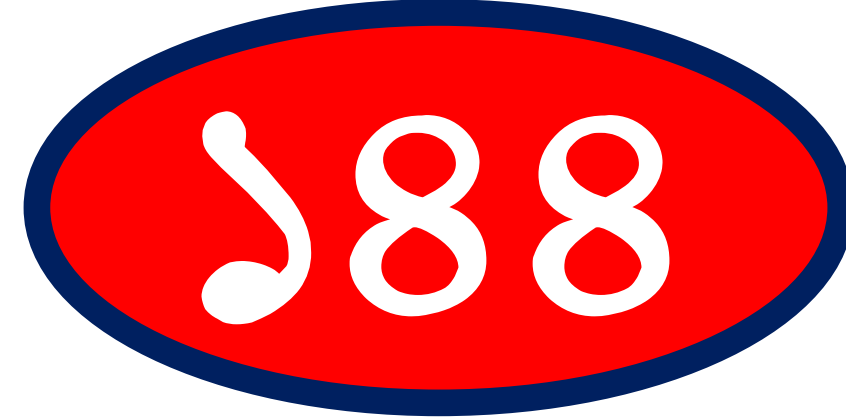
Muhammad Ainul Huda was live.
13 mins ·
ফাজিলে বেরলভীর নামের সাথে রাহিমাহুল্লাহ বলা - ফাবেস ১৪৩
ফাজিলে বেরলভী সমাচার
১৪৩
প্রমাণিত ডাকাতির পর
ফাজিলে বেরলভীর নামের সাথে রাহিমাহুল্লাহ বলা
https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia
https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/
JAN 18, 2020
Watch together with friends or with a group
Start Watch Party
9
6 Comments 44 Shares 73 Views
Like
Comment
Share
Most Relevant
Write a comment...
MA Azam · 1:14 আসসালামু আলাইকুম
Like · Reply · 11m
Alam Gir · 0:00 হাহাহা!তাহলে গোস্তাখে রাসুলকে কাফির বলা যাবেনা?
Like · Reply · 2m
Aminul Saykot · 6:26 আমাদের রুহ তো নূরের।তাই না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহ কি নূরের নাকি আপাদমস্তক নূর!
Like · Reply · 6m
Shoriful Alom · 4:44 আসসালামু আলাইকুম
Like · Reply · 8m

AL-MAHABBAH tv

Spread the Love, Fight the Hatred...

নভেম্বর ২, ২০১৬

নূরের সৃষ্টি

নভেম্বর ৬, ২০১৬

সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/c/ahlussunnahmedia

◄ WhatsApp 5:51 PM

facebook

8

Like Comment Share

Sayed Golam Kibrya Azhari
3 hrs ·

আমার ব্যক্তিগত মতঃ

১. প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুর। এরপর আর বিস্তারিত আলোচনাতে যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন নেই।
২. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক গায়বের খবর জানিয়েছেন। এরপর আর বিস্তারিত আলোচনাতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।
৩. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দেয়া ক্ষমতাতে যেকোন জায়গায় হাজির হতে পারেন। এর পর আর কোন বিস্তারিত আলোচনাতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।
৪. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজা শরীফে জিন্দা। এরপর আর বিস্তারিত আলোচনাতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।
৫. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা উম্মতের আমল দেখেন।

এই বিষয়গুলো "কিভাবে বা কাইফিয়াত কী" তা আল্লাহ পাক ভালো জানেন। বেশি প্যাঁচাইলে ঝামেলা লেগে যায়। আল্লাহর ওয়াস্তে সহজ করুন। লেবু বেশি চিপলে যেভাবে তিতা হয়ে যায়। আমরাও এসব বিষয় বেশি চিপাইতে চিপাইতে তিতা করে ফেলছি।

এই মাকামে মোস্তফা এমন এক জায়গা যেখানে যত কম কথা বলা
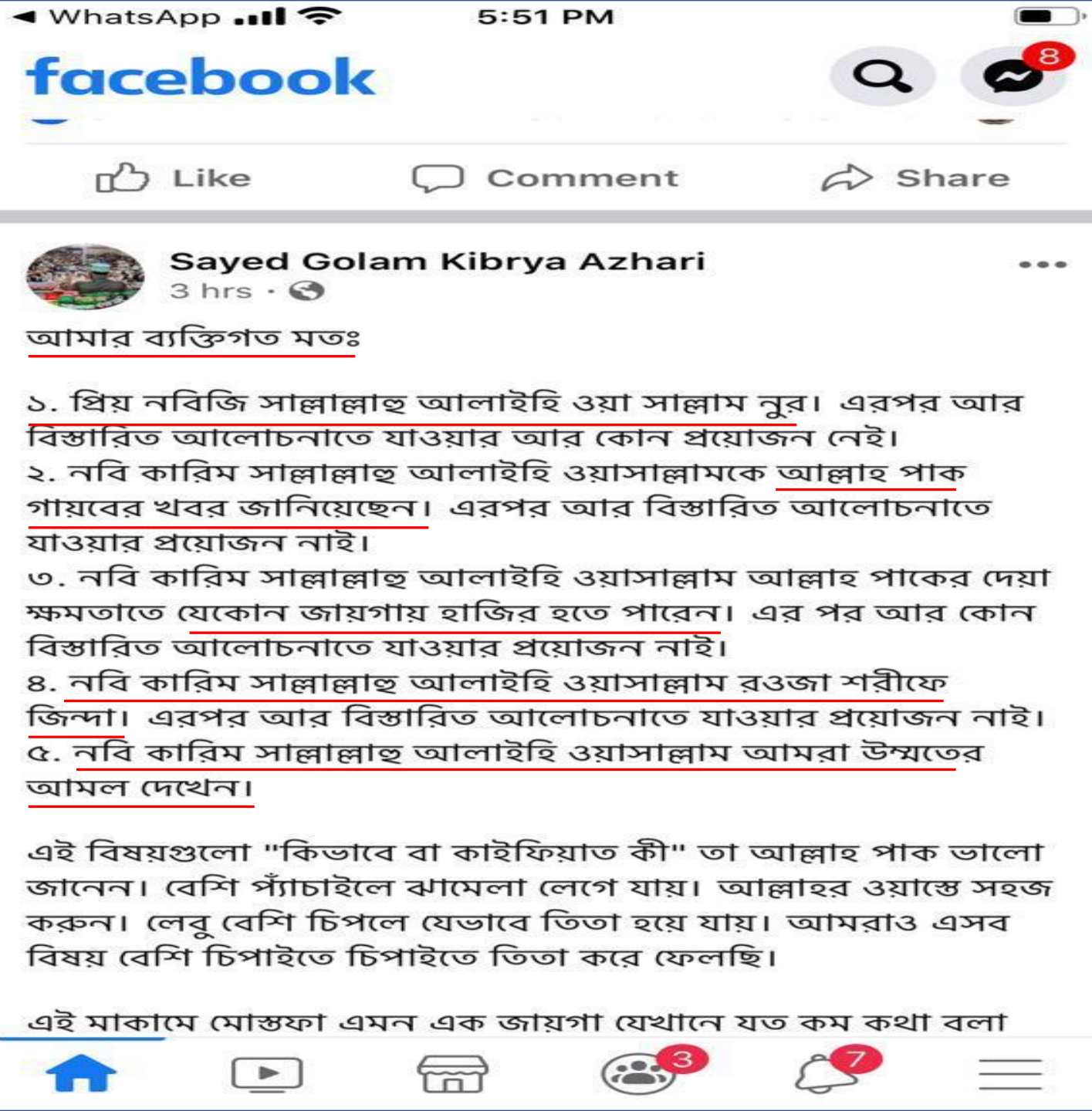
ফাজিলে বেরলভী সমাচার

১৪৫

বালাকোটি বললে কোন ফতোয়া দিতেন?

JAN 22, 2020

“মেষপালক”

নবীর শানে গোস্তাখী

প্রমাণিত
ডাকাতির পর

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

بنی النجار کی لڑکیاں کُوچے کُوچے محوِ نغمہ سرائی ہیں کہ، ؎

نحن جوارٍ من بنی النجار　　　یا حبذا محمد من جار[1]

ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، اے نجاریو! محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کیسا اچھا ہمسایہ ہے۔ ت)

ایک دن آج ہے کہ اس محبوب کی رخصت ہے، مجلسِ آخری وصیت ہے، مجمع تو آج بھی وہی ہے، بچّوں سے بُوڑھوں تک، مردوں سے پردہ نشینوں تک سب کا ہجوم ہے، ندائے بلال سُنتے ہی چھوٹے بڑے سینوں سے دل کی طرح بے تابانہ نکلے ہیں، شہر بھر نے مکانوں کے دروازے کُھلے چھوڑ دئے ہیں، دل کملائے چہرے مرجھائے دن کی روشنی دھیمی پڑ گئی کہ آفتاب جہاں تاب کی وداع نزدیک ہے۔ آسمان پژمردہ، زمین افسردہ، جدھر دیکھو سنّاٹے کا عالم، اتنا ازدحام اور ہُو کا مقام، آخری نگاہیں اس محبوب کے رُوئے حق نما تک کس حسرت و یاس کے ساتھ جاتی اور ضعفِ نومیدی سے ہلکان ہو کر بیخودانہ قدموں پر گر جاتی ہیں، فرطِ ادب سے لب بند مگر دل کے دُھوئیں سے یہ صدا بلند ؎

كنت السواد لناظری　　　فعمی علیك الناظر

من شاء بعدك فلیمت　　　فعلیك كنت احاذر[2]

(آپ میری آنکھ کے لیے پُتلی تھے بس اب آپ کو نظر کرنے والا اندھا ہوا چاہتا ہے جو چاہے آپ کے بعد مَر جائے کہ میں تو آپ ہی کے توسّل سے بچا کرتا تھا۔ ت)

اللہ کا محبوب، اُمت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہُوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے اُنھیں حافظِ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے، شانِ رحمت کو اُن کی جُدائی کا غم بھی ہے اور فوج فوج اُمنڈتے ہُوئے آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے لگی، جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا باحسن الوجوہ انجام کو پہنچی۔

بنی النجار کی لڑکیاں کُوچے کُوچے محوِ نغمہ سرائی ہیں کہ : ؎

نحن جوارٍ من بنی النجار یا حبذا محمد من جار[1]

ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں ، اے نجاریو ! محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کیسا اچھا ہمسایہ ہے ۔ ت)

ایک دن آج ہے کہ اس محبوب کی رخصت ہے ، مجلسِ آخری وصیت ہے ، مجمع تو آج بھی وہی ہے ، بچّوں سے بُوڑھوں تک ، مردوں سے پردہ نشینوں تک سب کا ہجوم ہے ، ندائے بلال سُنتے ہی چھوٹے بڑے سینوں سے دل کی طرح بے تابانہ نکلے ہیں ، شہر بھر نے مکانوں کے دروازے کُھلے چھوڑ دئے ہیں ، دل کُملائے چہرے مرجھائے دن کی روشنی دھیمی پڑگئی کہ آفتاب جہاں تاب کی وداع نزدیک ہے ۔ آسمان پژمردہ ، زمین افسردہ ، جدھر دیکھو سنّاٹے کا عالم ، اتنا ازدحام اور ہُو کا مقام ، آخری نگاہیں اس محبوب کے رُوئے حق نما تک کس حسرت و یاس کے ساتھ جاتی اور ضعفِ نومیدی سے ہلکان ہوکر بیخودانہ قدموں پر گرجاتی ہیں ، فرطِ ادب سے لب بند مگر دل کے دُھوئیں سے یہ صدا بلند ؎

کنت السواد لناظری فعمی علیك الناظر

من شاء بعدك فلیمت فعلیك کنت احاذر[2]

(آپ میری آنکھ کے لیے پتلی تھے بس اب آپ کو نظر کرنے والا اندھا ہوا چاہتا ہے جو چاہے آپ کے بعد مَر جائے کہ میں تو آپ ہی کے توسّل سے بچا کرتا تھا ۔ ت)

اللہ کا محبوب ، اُمت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہُوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے اُنھیں حافظِ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے ، شانِ رحمت کو اُن کی جُدائی کا غم بھی ہے اور فوج فوج اُمنڈتے ہُوئے آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے لگی ، جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا باحسن الوجوہ انجام کو پہنچی ۔

نوح کی ساڑھے نو سو برس وہ سخت مشقت اور صرف پچاس شخصوں کو ہدایت ۔ یہاں تیئیس تئیس ہی سال میں بحمداللہ یہ روز افزوں کثرت ۔ کنیز و غلام جوق جوق آرہے ہیں ، جگہ بار بار تنگ ہوجاتی ہے ، دفعہ دفعہ ارشاد ہوتا ہے : آنے والوں کو جگہ دو ، آنے والوں کو جگہ دو ۔ اس عام دعوت پر جب یہ مجمع ہولیا ہے سلطانِ عالم نے منبرِ اکرم پر قیام کیا ہے ، بعد حمد و صلوٰۃ اپنے نسب و نام و قوم و مقام و فضائل عظام کا بیان ارشاد ہوا ہے ۔ مسلمانو ! خدارا پھر مجلسِ میلاد اور کیا ہے ، وہی دعوتِ عام ، وہی مجمع تام ، وہی منبر و قیام ، وہی بیان فضائل سید الانام علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام مجلس میلاد اور کس شے کا نام ، مگر نجدی صاحبوں کو ذکرِ محبوب

---

[1] المواہب اللدنیۃ الھجرۃ الی المدینۃ متی انشد طلع البدر المکتب الاسلامی بیروت ۱/۳۱۲

[2] ″ ″ المقصد العاشر الفصل الاول (وثاء) ″ ″ ″ ۴/۵۵۴

کو اور اگر وہ کہتے
ٹھیک ہوتا لیکن ان
کم۔(النسآء ۴۶)
کچھ یہودی جب
کرنا چاہتے تو یوں
حضور کو کوئی، ناگوار
جب حضور اقدس
راعنا کہتے جس
مخفی (۳) رکھتے
چرواہا۔

جب پہلودار بات (۵) دین میں طعنہ ہوئی، تو صریح وصاف کتنا سخت طعنہ ہوگی بلکہ انصاف کیجئے تو ان باتوں کا صریح بھی ان کلمات کی شناعت (۶) کو نہیں پہنچتا۔ بہرا ہونے کی دعا یا رعونت یا بکریاں چرانے کی نسبت کو ان الفاظ سے کیا نسبت کہ شیطان سے علم میں کمتر یا پاگلوں چوپایوں سے علم میں ہمسر؟ (۷) اور خدا کی نسبت وہ

(۱) ظاہری معنی (۲) یہ بات دو بار ارشاد فرمادیں تاکہ ہم بات کو پوری طرح سمجھ لیں (۳) خفیہ ارادہ۔ (۴) تکبر کرنے والا (۵) وہ بات جس کے کئی معنی بنتے ہوں کچھ واضح ہوں کچھ مخفی (۶) بُرائی (۷) یعنی ان منافقوں کی گستاخیاں (حضور ﷺ کیلئے بہرا ہونے کی دعا کرنا یا تکبر والا کہنا یا بکریاں چرانے والا کہنا) اگرچہ کفر ہے لیکن یہ الفاظ ان گستاخوں کے گستاخانہ کلمات سے بہت ہلکے ہیں، جنھوں نے آقا ﷺ کو علم میں شیطان سے بھی کم بتایا اور آپ ﷺ کو علم میں معاذاللہ جانوروں کے برابر ٹھہرا دیا۔

ختم النبوۃ
اعلیحضرت احمد رضا خان بریلوی
مکتبہ نبویہ ۔ لاہور

آخری وصیت ہے مجمع تو آج
ن تک سب کا ہجوم ہے دولے
نکلے ہیں شہر بھر نے مکانوں کے
دن کی روشنی دیسی پڑ گئی کہ
افسردہ جدھر دیکھو سناٹے کا
روئے حق نما کس حسرت و
قدموں پر گر جاتی ہیں خرط ادب

اللہ کا محبوب، امت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے انھیں حافظ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے شان رحمت کو ان کی جدائی کا غم بھی ہے اور فوج فوج اُمنڈتے ہوئے آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے لگی جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا باحسن الوجوہ انجام کو پہنچی۔

نوح کی ساڑھے نوسو برس وہ سخت مشقت اور صرف پچاس شخصوں کو ہدایت۔ یہاں بیس تئیس ہی سال میں بحمداللہ یہ روز افزوں کثرت۔ کنیز و غلام جوق جوق آرہے ہیں جگہ بار بار تنگ ہوتی جاتی ہے۔ وفود وفود ارشاد ہوتا ہے آنے والوں کو جگہ دو۔ آنے والوں کو جگہ دو۔ اس عام دعوت پر جب یہ مجمع ہولیا ہے سلطان عالم نے منبر اکرم پر قیام کیا ہے بعد حمد و صلاۃ اپنے نسب و نام و قوم و مقام و فضائل عظام کا بیان ارشاد ہوا ہے۔ مسلمانو! خدارا پھر مجلس میلاد اور کیا ہے وہی دعوت عام وہی مجمع تمام وہی منبر و قیام وہی بیان فضائل سیدالانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام مجلس میلاد اور کس شے کا نام مگر نجدی صاحبوں کو ذکر محبوب سنانے

تمہیدُ الایمان

مع حاشیہ

ایمان کی پہچان

از : امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن

حاشیہ و تقدیم : مجلس المدینۃ العلمیۃ (شعبہ کتب اعلیٰ حضرت)

پیش کش

مجلس المدینۃ العلمیۃ (شعبہ کتب اعلیٰ حضرت)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

تمہید ایمان

مع حاشیہ

ایمان کی پہچان

مُصنّف : اعلیحضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن

سرغنہ ۲۸۵ فرمایا۔ کیا خدا اور رسول کی شان میں وہ گستاخیاں دین پر طعنہ نہیں، اس کا بیان بھی سنئے:

تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ ۙ وَ لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (۴۶)

ترجمہ:۔ کچھ یہودی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا اور سنئے آپ سنائے نہ جائیں اور راعنا کہتے ہیں زبان پھیر کر اور دین میں طعنہ کرنے کو اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سنئے اور مہلت دیجئے تو انکے لئے بہتر اور بہت ٹھیک ہوتا لیکن ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ (پارہ ۵، النسآء ۴۶)

کچھ یہودی جب دربار نبوت (ﷺ) میں حاضر ہوتے اور حضور اقدس (ﷺ) سے کچھ عرض کرنا چاہتے تو یوں کہتے، آپ سنائے نہ جائیں، جس سے ظاہر تو دعا ہوتی یعنی حضور کو کوئی ناگوار بات نہ سنائے اور دل میں بددعا کا ارادہ کرتے کہ سنائی نہ دے اور جب حضور اقدس (ﷺ) کچھ ارشاد فرماتے اور یہ بات سمجھ لینے کے لئے مہلت چاہتے تو راعنا کہتے جس کا ایک پہلوئے ظاہر ۲۸۶ یہ کہ ہماری رعایت

۲۸۵ کافروں کے سردار۔ ۲۸۶ ظاہری معنیٰ

فرمائیں ۲۸۷ اور مراد خفی ۲۸۸ رکھتے، یعنی رعونت والا ۲۸۹، اور بعض زبان دبا کر راعینا کہتے یعنی ہمارا چرواہا۔

جب پہلودار بات ۲۹۰ دین میں طعنہ ہوئی، تو صریح وصاف کتنا سخت طعنہ ہوگی بلکہ انصاف کیجئے تو ان باتوں کا صریح بھی ان کلمات کی شناعت ۲۹۱ کو نہیں پہنچتا۔ بہرا ہونے کی دعا یا رعونت یا بکریاں چرانے کی نسبت کو ان الفاظ سے کیا نسبت کہ شیطان سے علم میں کمتر یا پاگلوں چوپایوں سے علم میں ہمسر ۲۹۲؟ اور خدا کی نسبت وہ کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے جو اسے جھوٹا بتائے مسلمان سُنّی صالح ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔

ثانیاً اس وہم شنیع ۲۹۳ کو مذہب سیدنا امام (رضی اللہ عنہ) بتانا حضرت امام پر سخت افتراء ۲۹۴ واتہام ۲۹۵ جبکہ امام (رضی اللہ عنہ) اپنے عقائد کریمہ کی کتاب مطہر ۲۹۶ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں:۔ صِفَاتُهٗ تَعَالٰى فِي الْاَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ وَلَا مَخْلُوْقَةٍ فَمَنْ قَالَ اِنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ اَوْ مُحْدَثَةٌ اَوْ وَقَفَ فِيْهَا اَوْ شَكَّ فِيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ تَعَالٰى۔

۲۸۷ یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم بات کو پوری طرح سمجھ لیں۔ ۲۸۸ خفیہ ارادہ ۲۸۹ تکبر کرنے والا۔ ۲۹۰ وہ بات جس کے کئی معنی بنتے ہوں کچھ واضح ہوں کچھ مخفی ۲۹۱ برائی۔ ۲۹۲ یعنی اُن منافقوں کی گستاخیاں (حضور ﷺ کیلئے بہرا ہونے کی دعا کرنا یا تکبر والا کہنا یا بکریاں چرانے والا کہنا) اگرچہ کفر ہے لیکن یہ الفاظ ان گستاخوں کے گستاخانہ کلمات سے بہت ہلکے ہیں جنھوں نے آقا ﷺ کو علم میں شیطان سے بھی کم بتایا اور آپ ﷺ کو علم میں معاذ اللہ جانوروں کے برابر ٹھہرادیا۔ ۲۹۳ انتہائی بُرے خیال۔ ۲۹۴ جھوٹ۔ ۲۹۵ تہمت۔ جھوٹا الزام۔ ۲۹۶ پاک کتاب۔

أولا فانه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب في النيران يوم القيامة ، وأيضاً فاسم المؤمن أشرف الأسماء والصفات فاذا كان يخاطبنا في الدنيا بأشرف الأسماء والصفات فنرجو من فضله أن يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات :

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه لا يبعد في الكلمتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدهما ويأذن في الأخرى ولذلك فان عند الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة الفاتحة سواء كانت بالعبرية أو بالفارسية ، فلا يبعد أن يمنع الله من قوله « راعنا » ويأذن في قوله « انظرنا » وإن كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى إنما منع من قوله « راعنا » لاشتمالها على نوع مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً : أحدها : كان المسلمون يقولون لرسول الله ﴿ﷺ﴾ إذا تلا عليهم شيئاً من العلم : راعنا يا رسول الله ، واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه هذه الكلمة وهي « راعينا » ومعناها : اسمع لا سمعت ، فلما سمعوا المؤمنين يقولون راعنا افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة ، فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى وهي قوله (انظرنا) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء (ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين) وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله لأضربن عنقه ، فقالوا : أو لستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية ، وثانيها : قال قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا يقولونها إلا عند الهزؤ والسخرية فلا جرم نهى الله عنها ، وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون : راعينا أي أنت راعي غنمنا فنهاهم الله عنها ، ورابعها : أن قوله « راعنا » مفاعلة من الرعي بين اثنين فكان هذا اللفظموهماً للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أسماعنا فنهاهم الله تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة على ما قال (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) وخامسها : أن قوله « راعنا » خطاب مع الاستعلاء كأنه يقول راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره وليس في « انظرنا » إلا سؤال الانتظار كأنهم قالوا له توقف في كلامك وبيانك مقدار ما نصل إلى فهمه ، وسادسها : أن قوله « راعنا » على وزن عاطنا من المعاطاة ، ورامنا من المراماة ، ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق ، فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أنهم أرادوا به المصدر . كقولهم : عياذاً بك ، أي أعوذ عياذاً بك . فقولهم راعنا أي فعلت رعونة . ويحتمل أنهم أرادوا به صرت راعنا أي صرت ذا رعونة ، فلما قصدوا هذه الوجوه الفاسدة لا جرم نهى الله تعالى عن هذه الكلمة ، وسابعها : أن يكون المراد لا تقولوا قولا راعنا أي قولا منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن ، كتامر ولابن .

[প্রথম খণ্ড]

كنز الايمان و خزائن العرفان

তরজমা-ই-ক্বোরআন

কান্‌যুল ঈমান

কৃত

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত

মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফ্‌সীর (হাশিয়া)

খাযাইনুল ইরফান

কৃত

সদ্‌রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী

রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স

চট্টগ্রাম

টীকা-১৮৬. এবং 'সর্ব শরীর কর্ণ হয়ে' শুনো; যাতে এ ধরণের আরয করার প্রয়োজন না হয়- 'হুযূর, একটু কৃপাদৃষ্টি দিন।' কেননা, এটাই নবীর দরবারের আদব।

মাস্‌আলাঃ নবীগণের দরবারে মানুষের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব বজায় রাখা কর্তব্য।

টীকা-১৮৭. মাস্‌আলাঃ 'লিল্ কাফিরীন' (কাফিরদের জন্য) আয়াতাংশের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শানে বে-আদবী করা কুফর।

টীকা-১৮৮. শানে নুযূলঃ ইহুদীদের একটি দল মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও হিতকামিতা প্রকাশ করে আসছিলো। তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ তাদের হিতাকাঙ্খী হবার দাবীতে মিথ্যুক। (জুমাল)

টীকা-১৮৯. অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ ও মুশরিকদল উভয়ই মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। আর এ বিদ্বেষে জ্বলতো যে, 'তাদের (মুসলমানগণ) নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবূয়ত ও ওহী প্রদান করা হয়েছে আর মুসলমানদেরও এ বৃহত্তম নি'মাত অর্জিত হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৯০. শানে নুযূলঃ ক্বোরআন করীম পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর বিধি-বিধান ও কিতাবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। এটা কাফিরদের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করলো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহিত আয়াতও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং রহিতকারী (নাসিখ)ও। উভয়ই স্বয়ং হিকমত।

কখনো রহিতকারী (আয়াত) রহিতকৃত (আয়াত) অপেক্ষা সহজ ও অধিক কল্যাণকর হয়। আল্লাহ্‌র কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনকারীর মনে এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সৃষ্টি জগতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দিন দ্বারা রাতকে, গ্রীষ্মকাল দ্বারা শীত (ও বসন্ত) কালকে, যৌবন দ্বারা শৈশবকে, অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতাকে, (শীত ও) বসন্তকাল দ্বারা হেমন্তকালকে রহিত করেন। এসব রহিতকরণ এবং পরিবর্তন হচ্ছে তাঁরই কুদরতের দলীল। সুতরাং এক আয়াত কিংবা একটা নির্দেশ রহিত হওয়ায়

থেকেই মনযোগ সহকারে শুনো (১৮৬)। আর কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত (১৮৭)।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

[illegible] নিকট থেকে তাই শিখতো, যা বিরোধ-[illegible] সৃষ্টি করতো পুরুষ এবং তার স্ত্রীর [illegible]। এবং তা দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে [illegible] না, কিন্তু আল্লাহ্‌রই নির্দেশে (১৮২)। এবং তারা তাই শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি [illegible] করবে, উপকার করবে না এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাদের জানা আছে যে, যে ব্যক্তি এ [illegible] ক্রয় করেছে পরকালে তার কোন অংশ নেই; এবং নিশ্চয় তা কতোই নিকৃষ্ট বস্তু, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাসমূহ বিক্রি করেছে! যদি কোন রকমে তাদের জ্ঞান হতো (১৮৩)!

১০৩. এবং যদি তারা ঈমান আনতো (১৮৪) এবং সাবধানতা অবলম্বন করতো, তবে আল্লাহ্‌র নিকটস্থিত সাওয়াব অত্যধিক উত্তম যদি কোন প্রকারে তাদের জ্ঞান হতো!

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

রুকূ' - তের

১০৪. হে ঈমানদারগণ (১৮৫)! 'রা-'ইনা' [illegible] না এবং এভাবে আরয করো, 'হুযূর, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন!' এবং প্রথম

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا

টীকা-১৮৪. হযরত সৈয়্যদে কা-ইনাত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ক্বোরআন পাকের উপর,

টীকা-১৮৫. শানে নুযূলঃ যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে কিছু শিক্ষা-দীক্ষা দান করতেন তখন তাঁরা মধ্যখানে আরয করতেন- رَاعِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (রা-'ইনা এয়া রাসূলাল্লাহ্)! এর অর্থ ছিলো- 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের অবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন! অর্থাৎ আপনার পবিত্রতম কালাম আমাদেরকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দান করুন!' ইহুদীদের ভাষায় এ (রা-'ইনা) কলেমাটা বে-আদবীর অর্থ প্রকাশ করতো। তারা সে শব্দটা এ কুউদ্দেশ্যেই বলতে শুরু করলো।

হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইহুদীদের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি একদিন তাদের মুখে এ কলেমাটা (রা-'ইনা) শুনে বললেন, "ওহে খোদার শত্রুরা! তোদের উপর খোদার লা'নত (অভিসম্পাত) হোক! আমি যদি এখন থেকে কারো মুখে এ কলেমাটা শুনি তবে তার গর্দান উড়িয়ে [illegible]।" ইহুদীরা বললো, "আমাদের উপর তো আপনি রাগান্বিত হচ্ছেন; মুসলমানরাও তো এটাই বলে থাকে।" একথা শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে হুযূর পাক [illegible] তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন। তখনই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়, যার মধ্যেই رَاعِنَا (রা-'ইনা) [illegible] নিষেধ করা হয়েছে এবং এরই সমার্থক শব্দ اُنْظُرْنَا (উন্‌যুরনা) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

[illegible]ঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের প্রতি ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের খেদমতে শিষ্টাচারমূলক কলেমা ব্যবহার [illegible]। আর যে শব্দে বে-আদবীর লেশমাত্রও থাকে সে ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ।

جرم کی سزا سے بچنے کے لئے یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنا میری غرض نہ تھی۔ علاوہ ازیں یہ شرط کتابُ اللہ کے بھی منافی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہم لکھ چکے ہیں کہ توہین کرنے والے منافقوں کا یہ عذر کہ ہم تو آپس میں صرف دل لگی کرتے تھے' ہماری غرض توہین نہ تھی۔ نہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مشتعل کرنا ہمارا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا اور واضح طور پر فرمایا: لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ۔

(پارہ ۱۰ سورہ التوبہ آیت نمبر ۶۶) بہانے نہ بناؤ' ایمان کے بعد تم نے کفر کیا۔

۲۔ صریح توہین میں نیت کا اِعتبار نہیں "رَاعِنَا" کہنے کی ممانعت کے بعد اگر کوئی صحابی نیّتِ توہین کے بغیر حضور ﷺ کو "رَاعِنَا" کہتا تو وہ وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ کی قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا' جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیتِ توہین کے بغیر بھی حضور ﷺ کی شان میں توہین کا کلمہ کہنا کفر ہے۔

امام شہاب الدین خفاجی حنفی ارقام فرماتے ہیں۔

اَلْمَدَارُ فِي الْحُكْمِ بِالْكُفْرِ عَلَى الظَّوَاهِرِ وَلَا نَظْرِ لِلْمَقْصُوْدِ وَالنِّيَّاتِ وَلَا نَظْرِ لِقَرَائِنِ حَالِهٖ۔

﴿نسیم الرّیاض شرح الشفاء ج ۴ ص ۴۲۶﴾

توہینِ رسالت پر حکمِ کُفر کا مدار ظاہر الفاظ پر ہے۔ توہین کرنے والے کے قصد و نیّت اور اُس کے قرائنِ حال کو نہیں دیکھا جائے گا' ورنہ توہین رسالت کا دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ ہر گستاخ یہ کہہ کر بری ہو جائے گا کہ میری نیت اور ارادہ توہین کا نہ تھا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ توہینِ صریح میں کسی گستاخ نبوّت کی نیت اور قصد کا اِعتبار نہ کیا جائے۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ القرآن

قرآن وسنت وعلمائے اُمت کی روشنی میں

گستاخ رسول ﷺ کی سزا سر تن سے جدا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی بریلوی

غزالی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی

شیخ القرآن مولانا غلام علی اوکاڑوی

فیضان اولیاء پبلی کیشنز
0321-6464561

اسلامه و المولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطى بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ثم ان اتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجديه مالم يرجع عما قاله لان باتيانهما على العادة لا يرتفع الكفر، اذا سب الرسول ﷺ او واحد من الانبياء عليهم السلام فلا توبة له واذا شتمه عليه الصلوة اسلام سكران يعفى واجمع العلماء ان شاتمه كافر ومن شك فى عذابه و كفره كفر ملتقطا كا كثر الاواتى للاختصار۔

یعنی جو شخص معاذ اللہ مُرتد ہو جائے اُس کی عورت حرام ہو جاتی ہے، پھر اِسلام لائے تو اُس سے جدید نکاح کیا جائے۔ اس سے پہلے کلمۂ کفر کے بعد کی صحبت سے جو بچہ پیدا ہوگا، حرامی ہوگا، اور یہ شخص عادت کے طور پر کلمۂ شہادت پڑھتا رہے کچھ فائدہ نہ دے گا جب تک اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر نہیں جاتا، اور جو رسول اللہ ﷺ یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے دُنیا میں بعد توبہ بھی اسے سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ اگر نشہ کی بے ہوشی گستاخی بکا جب بھی معافی نہ دیں گے، اور تمام علمائے اُمت کا اجماع ہے کہ نبی کریم ﷺ کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنیوالا کافر ہے، اور کافر بھی ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

﴿فتاویٰ بزازیہ علی ہامش فتاویٰ ہندیہ، الفصل الثانی، النوع الاول ج ٦ ص ٣٢١، ٣٢٢ نورانی کتب خانہ پشاور﴾

"فتح القدیر امام محقق علی الاطلاق" جلد چہارم صفحہ ٤٠٧ (باب أحکام المرتدین) میں ہے۔

كل من ابغض رسول الله ﷺ بقلبه كان مرتدا

فالساب بطريق اولىٰ وان سب سكران لا يعفى عنه

بنی النجار کی لڑکیاں کوچے کوچے محوِ نغمہ سرائی ہیں کہ ؎

نحن جوارٍ من بنی النجارِ یا حبذا محمد من جارِ [1]

ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اے نجاریو! محمد صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کیسا اچھا ہمسایہ ہے۔ت

ایک دن آج ہے کہ اس محبوب کی رخصت ہے، مجلسِ آخری وصیت ہے، مجمع تو آج بھی وہی ہے، بچوں سے بوڑھوں تک، مردوں سے پردہ نشینوں تک سب کا ہجوم ہے، ندائے بلال سنتے ہی چھوٹے بڑے سینوں سے دل کی طرح بے تابانہ نکلے ہیں، شہر بھر نے مکانوں کے دروازے کھلے چھوڑ دئے ہیں، دل کمھلائے چہرے مرجھائے دن کی روشنی دھیمی پڑ گئی کہ آفتابِ جہاں تاب کی وداع نزدیک ہے، آسمان پژمردہ، زمین افسردہ، جدھر دیکھو سناٹے کا عالم اتنا اژدھام اور ہو کا مقام، آخری نگاہیں اس محبوب کے روئے حق نما تک کس حسرت و یاس کے ساتھ جاتی اور ضعفِ نومیدی سے ہلکان ہو کر بیخودانہ قدموں پر گر جاتی ہیں، فرطِ ادب سے لب بند مگر دل کے دھوئیں سے یہ صدا بلند ؎

کنت السواد لناظری فعمی علیك الناظر

من شاء بعدك فلیمت فعلیك کنت احاذر [2]

(میں اپنے دیکھنے والوں کے لئے سیاہ تھا پس اندھا کیا گیا آپکو دیکھنے والے کو، پس جو چاہے آپ کے بعد مار دے، پس آپ پر ہی بھروسا تھا کہ مجھے بچالیں گے۔ت)

اللہ کا محبوب، امت کا داعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے انہیں حافظ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے، شان رحمت کو ان کی جدائی کا غم بھی ہے اور فوج فوج امنڈتے ہوئے آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے لگی، جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا با حسن الوجوہ انجام کو پہنچی۔

نوح کی ساڑھے نوسو برس وہ سخت مشقت اور صرف پچاس شخصوں کو ہدایت، یہاں بیس ۲۰ تئیس ۲۳ ہی سال میں بحمد اللہ یہ روز افزوں کثرت، کنیز و غلام جوق جوق آرہے ہیں، جگہ بار بار تنگ ہو جاتی ہے دفعہ دفعہ ارشاد ہوتا ہے آنے والوں کو جگہ دو، آنے والوں کو جگہ دو، اس عام دعوت پر جب یہ مجمع ہو لیا ہے سلطان عالم نے منبر اکرم پر قیام کیا ہے، بعد حمد و صلوٰۃ اپنے نسب و نام و قوم و مقام و فضائل عظام کا بیان ارشاد ہوا ہے، مسلمانو! خدارا پھر مجلس میلاد اور کیا ہے، وہی دعوت عام، وہی مجمع تام، وہی منبر و قیام، وہی بیان فضائل سید الانام علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام مجلس میلاد اور کس شئے کا نام، مگر نجدی صاحبوں کو ذکر محبوب

[1] المواہب اللدنیۃ الہجرۃ الی المدینۃ متی انشد طلع البدر المکتب الاسلامی بیروت ۱/ ۳۱۴

[2] المواہب اللدنیۃ المقصد العاشر الفصل الاول (وثائی) المکتب الاسلامی بیروت ۴/ ۵۵۴

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

আরেকবার ভন্ডদের মুখোশ উন্মোচন

“ফুলতলীর লোক”

JAN 29, 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

ঘৃনা করি

ঘৃনা করিনা

এটাই হল ওদের আসল মুনাফিকী রুপ

কমিটি বলেছে

তাদের আকীদা

রাসূল কবরে থাকবেন,

রাসূল সরাসরি কবরে হাজির থাকবেন,

মুর্শিদের সূরতে রাসূল হাজির থাকবেন,

বায়তে রাসূল

يوم ندعو كل أناس بإمامهم

কুরআন সুন্নাহ’র তিলাওয়াত শুনলেই ভন্ড চেনা যায়

তরীকার নামে ডাক দেয়া হবে

মাস্লাকে আলা হযরত

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

ইবনু তাইমিয়া পন্থী
মুফতীয়ে মুজাসসিমাহ

সালাফিয়্যাত প্রচারে হাতেনাতে পাকড়াও

প্রমাণিত
ডাকাতির পর

মাকামে মাহমুদ ও আল্লাহর পাশে বসা

JAN 29, 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

only human speech,' (74:25), we know with certainty that it is the speech of the Creator of humanity and it does not resemble the speech of humanity.

صِفَاتُ اللّهِ لَيْسَتْ كَصِفَاتِ الْبَشَرِ

The attributes of Allah are unlike those of human beings

وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ مَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ

Whoever describes Allah with the same qualities as human beings has committed unbelief. Whoever grasps this will be careful and restrained from the likes of what is said by the unbelievers. He knows that the attributes of Allah are unlike those of human beings.

رُؤْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَبَّهُمْ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ

The looking of the people of Paradise at their Lord without encompassing Him

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ

The vision of the people of Paradise is true, without being all-encompassing and without modality. As expressed in the Book of our Lord, 'Faces on that Day will be radiant, looking at their Lord,' (75:22-3). The explanation of this is as Allah the Exalted intended and knows.

الفَرْقُ بَيْنَ الفِرَق

وبيان الفرقة الناجية منهم

عقائد الفِرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها

للأستاذ الإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي
المتوفى عام ٤٢٩ هـ — ١٠٣٧ م

دراسة وتحقيق
محمد عثمان الخشت

مكتبة ابن سينا
للنشر والتوزيع والتصدير
٧٦ شارع محمد فريد - جامع الفتح - النزهة
مصر الجديدة القاهرة ت ٢٤٧٩٨٦٣ / ٢٤٨٠٤٨٣

وأعراضاً ، وقول هؤلاء يؤدّى إلى القول بقدم العالم ، والقول الذى يؤدّى إلى الكفر كفر فى نفسه .

وقالوا : إن صانع العالم قديم لم يزل موجوداً ، على خلاف قول المجوس فى قولهم بصانعين : أحدهما شيطان محدَث ، وخلاف قول الغُلاَة من الروافض الذين قالوا فى علىّ : « إنه جوهر مخلوق محدث ، لكنه صار إلهاً صانعاً بحلول روح الإله فيه » ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً .

وقالوا بنفى النهاية والحدّ عن صانع العالم ، على خلاف قول هشام بن الحكم الرافضى فى دعواه أن معبوده سبعةُ أشبار بشبر نفسه ، وخلاف قول مَنْ زعم من الكرامية أنه ذو نهاية من الجهة التى يُلاق منها العرش ، ولا نهاية له من خمس جهات سواها .

وأجمعوا على إحالة وَصْفه بالصورة والأعضاء ، على خلاف قول من زعم من غُلاَة الروافض ومن أتباع داود الجوارِبى أنه على صورة الإنسان ، وقد زعم هشام بن سالم الجواليقى وأتباعُه من الرافضة أن معبودهم على صورة الإنسان ، وعلى رأسه وَفْرَة سوداء ، وهو نور أسود ، وأن نصفه الأعلى مُجَوَّف ونصفه الأسفل مُصْمَت ، وخلاف قول المغيرية من الرافضة فى دعواهم أن أعضاء معبودهم على صُورة حروف الهجاء ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وأجمعوا على أنه لا يَحْوِيه مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، على خلاف قول مَنْ زعم من الهشامية والكرامية أنه مماسّ لعرشه ، وقد قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه : « إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته » ، وقال أيضاً : « قد كان ولا مكان ، وهو الآن على ما كان » .

وأجمعوا على نفى الآفات والغموم والآلام واللذّات عنه ، وعلى نفى الحركة والسكون عنه ، على خلاف قول الهاشمية من الرافضة فى قولها بجواز الحركة عليه ، وفى دعواهم أن مكانه حَدَثَ من حركته ، وخلاف قول مَنْ أجاز عليه التعب والراحة والغم والسرور والمَلاَلة كما حكى عن أبى شعيب الناسك ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

الخصائص الكبرى

أو

كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب

تأليف

الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي

٨٤٩ – ٩١١ هـ

تحقيق

الدكتور محمد خليل هراس

المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر

الجزء الأول

الناشر

دار الكتب الحديثة

١٤ شارع الجمهورية بعابدين

تليفون ٩١٦١٠٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أطلع فى سماء النبوة سراجا لامعا وقمرا منيراً ، وأطلع من أكمام[1] الرسالة ثمرا يانعا[2] وزهرا منيرا ، تبارك اسمه ، وتمت كَلِمُهُ ، وَعَمَّتْ نعَمُهُ ، وَجَمَّتْ[3] حِكَمُهُ ، وجرى بما كان وبما يكون قلمه[4] أوجد الأنام من العدم ، وجعل الضياء وَالظُّلَمَ ، وخلق اللوح والقلم ، وقدر الآجال والأرزاق والأعمال وقسم ، أحمده وهو المحمود أزلا وأبداً ، وأشكره مستزيداً من نِعَمِهِ مسترفدا[5] وأستهديه ، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا

(١) جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف الذى يحيط بالزهر أو الثمر أو الطلع فيستره ثم ينشق عنه ويجمع على أكمام وأكة وكمام وأكاميم .

(٢) يقال : ينع الثمر يينع بفتح النون وكسرها ، وأينع بمعنى أدرك وطاب وحان قطافه .

(٣) الجم الكثير من كل شىء يقال جاؤوا جما غفيرا ومنه الجمة للبئر الكثيرة الماء والجمة لمجتمع شعر الرأس .

(٤) حديث القلم وارد من طرق عن أبى هريرة وعبادة بن الصامت وابن عباس من رواية مقسم وأبى الضحى وأبى ظبيان ومجاهد ولفظ رواية مجاهد (قيل لابن عباس إن هاهنا قوماً يقولون فى القدر فقال إنهم يكذبون بكتاب الله عز وجل لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه إن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئاً ثم خلق فكان أول ما خلق القلم ثم أمره فقال اكتب فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة وإنما يجرى الناس على أمر قد فرغ منه)

(٥) الرفد العطاء واسترفده طلب عطاءه .

مرشداً ، وأستنصره ولن تجد من دونه مُلْتَحَداً[1] ، وأستكفيه[2] وله الحول[3] ، والقوة سرمدا[4] ، وأستعينه ونعم المولى والنصير مُؤَيِّداً ، وأعتصم به وأستمسك بحبله فلا انفصام له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً ، أحدا ، فردا صمدا[5] لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، تنزه عن سِمَاتِ[6] المحدثات فلا جسم ولا عرض ولا صوت ولا انتقال ، ولا يحويه مكان ولا زمان ولا يخطر بالبال ، ولا يدركه العقل ولا يحيط به الإدراك ولا للذهن إلى حقيقته مجال[7] وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله نبى ماضل وماغوى ، وما ينطق عن الهوى ، ﴿ ولقد رآه نَزْلَةً أخرى ، عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ﴾[8] ، وسمع صريف الأقلام بِالْمُسْتَوَى ، وكتب الرحمن اسمه على العرش إذ اسْتَوَى[9] وآذن باسمه فى المبتدأ فى الأرض

(١) أى ملجأ تميل إليه .

(٢) اطلب كفايته .

(٣) الحول هو القوة والقدرة على التصرف .

(٤) السرمد : الدائم .

(٥) الصمد السيد الغنى الذى يصمد إليه الخلق فى حوائجهم وقيل المصمت الذى لا جوف له .

(٦) جمع سمة وهى العلامة .

(٧) قوله فلا جسم الخ فيها أسلوب لا دليل عليها من الكتاب أو السنة والواجب هو الاعتصام بهما فى الإثبات والنفى جميعاً .

(٨) يعنى أن محمدا عليه السلام رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورته الملكية وذلك ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى والسدرة شجرة النبق وسميت سدرة المنتهى لأنه عندها ينتهى علم الملائكة فلا يتجاوزونها .

(٩) أخرجه الحاكم وصححه وأقره السبكى فى شفاء السقام والبلقيني فى فتاويه ولكنه غير صحيح ففى سنده عمرو بن أوس وهو مجهول .

الفتاوى الحديثية

تأليف

خاتمة الفقهاء والمحدثين الشيخ

أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي

٩٠٩ – ٩٧٤ هـ

دار المعرفة

للطباعة والنشر والتوزيع

هاتف ٢٣٦٧٦٩ — ٢٤٦١٦١

ص.ب ٥٧٦٩

بيروت — لبنان

إليه بعض أجلاء أهل عصره علما ومعرفة سنة خمس وسبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم إمام أهل عصره بزعمه ، أما بعد فإنا أحببناك فى الله زمانا وأعرضنا عما يقال فيك إعراض الفضل إحسانا إلى أن ظهر لنا خلاف موجبات المحبة بحكم مايقتضيه العقل والحس وهل يشك فى الليل عاقل إذا غربت الشمس ، وأنك أظهرت أنك قائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والله أعلم بقصدك ونيتك ، ولكن الإخلاص مع العمل ينتج ظهور القبول ، وما رأينا آل أمرك إلا إلى هتك الأستار والأعراض باتباع من لايوثق بقوله من أهل الأهواء والأغراض ، فهو سائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحى السلف حتى تعدى إلى الصدر الأول ومن له أعلى المراتب فى الفضل فياويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة وهيهات أن لايناله غضب ، وأنى له بالسلامة وكنت ممن سمعه وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إن عمر له غلطات وبليات وأى بليات : وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر على بن أبى طالب رضى الله عنه فى مجلس آخر فقال : إن عليا أخطأ فى أكثر من ثلاثمائة مكان ، فياليت شعرى من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ علىّ بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب ، والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه ، ولا ينفعنى إلا القيام فى أمرك ودفع شرك لأنك قد أفرطت فى الغىّ ووصل أذاك إلى كل ميت وحى ، وتلزمنى الغيرة شرعا لله ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين بحكم مايقوله العلماء ، وهم أهل الشرع وأرباب السيف الذين بهم الوصل والقطع إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضى الله عنهم أجمعين اهـ .

واعلم أنه خالف الناس فى مسائل نبه عليها التاج السبكى وغيره ، فمما خرق فيه الإجماع قوله فى علىّ الطلاق أنه لايقع عليه بل عليه كفارة يمين ، ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله ، وأن طلاق الحائض لا يقع وكذا الطلاق فى طهر جامع فيه وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها ، وأن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها ، وأن الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة وكان هو قبل ادّعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه وأن المكوس حلال لمن أقطعها وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها ، وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة ، وإن الجنب يصلى تطوّعه بالليل ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وأن كان بالبلد ، وأن شرط الواقف غير معتبر ، بل لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس وعلى القضاة صرف إلى الصوفية فى أمثال ذلك من مسائل الأصول مسئلة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها ، وإن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق ، وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوّا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وأن القرآن محدث فى ذات الله تعالى الله عن ذلك وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك وقوله بالجسمية والجهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هـذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه ، وقال : إن النار تفنى ، وأن الأنبياء غير معصومين ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاه له ولا يتوسل به ، وأن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة ماسة إلى شفاعته ، وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما اهـ .

النبوة

মাকামে মাহমুদ

JAN 29, 2020

তাফসীরে মাযহারী খেয়ানতে পকাড়াও মুফতীয়ে মুজাসসিমা

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

﴿تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾﴾»[١] وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: لمَّا صلى رسول الله ﷺ صلاة العشاء اضطجع هوياً من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾ حتى بلغ ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ثم أهوى إلى فراشه فاستل منه سواكاً ثم أفرغ في قدح من أدواة عندنا فاستن ثم قام فصلى حتى قلتُ: قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلتُ قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله ﷺ ثلاث مرات قبل الفجر»[٢] رواه النسائي، وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله ﷺ ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً»[٣] رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ﴾ يوم القيامة ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ منصوب على الظرف بإضمار فعله أي فيقيمك مقاماً مَحْمُوداً، أو بتضمين يبعثك معنى يقيمك أو على الحال بمعنى يبعثك ذا مقام محمود يحمده الأولون والآخرون، قال البغوي عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي ﷺ قال «إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وأكرم الخلق على الله ثم قرأ ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قال: يجلسه على العرش» وعن عبد الله بن سلام قال يقعده على الكرسي، والصحيح أن المقام المحمود مقام الشفاعة، أخرج أحمد وابن أبي حاتم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في هذه الآية قال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، وفي الصحيحين عن أنس أن النبي ﷺ قال «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون: أنتَ آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك في جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء إشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول: لستُ هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهى عنها ولكن أتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحاً فيقول: لستُ هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن إيتوا إبراهيم خليل الرحمن قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لستُ هناكم ويذكر ثلاث كذبات

---

(١) أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ترديد الآية (١٠٠٤) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل (١٣٥٠).

(٢) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: بأي شيء تستفتح صلاة الليل (١٦١٧).

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبي ﷺ (٢٩٢٣) وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: تزيين القرآن بالصوت (١٠١٦).

تفسير المظهري

تأليف

القاضي محمد ثناء الله العثماني الحنفي المظهري النقشبندي
١١٤٣ - ١٢٢٥

تحقيق

أحمد عزو عناية

الجزء الخامس

تفسير المظهري

تأليف

القاضي محمد ثناء الله العثماني الحنفي المظهري النقشبندي

١١٤٣ - ١٢٢٥

تحقيق

أحمد عزو عناية

الجزء الخامس

دار إحياء التراث العربي

بيروت - لبنان

كذبهن ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيًا، قال: فيأتون موسى فيقول: إني لستُ هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن إيتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، قال: فيأتون عيسى فيقول: لستُ هناكم ولكن إيتوا محمداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعتُ ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول: إرفع محمد وقل تُسمَع واشفع تُشَفَّع وسَل تعطه قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعتُ ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: إرفع محمد قل تُسمع واشفع تشفع وسَل تعطه قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعتُ ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: إرفع محمد قل تُسمع وأشفع تُشفع رسَل تعطه قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الآية ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾ قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم»[١] وفي رواية في الصحيحين حديث أنس في الشفاعة بمعناه وفيه «فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا يحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخرّ له ساجداً فقال: يا محمد إرفع رأسك وقل تسمع وسَل تعطه واشفع تشفع فأقول: رب أمتي أمتي فيقال: أنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرّ له ساجداً فذكر مثله ثم يقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة فذكر مثله، وقال: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله»[٢].

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ (٧٤٤٠).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (٧٥١٠).

وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٩٣).

صحيح البخاري

সহীহুল বুখারী

৬ষ্ঠ খণ্ড

(বঙ্গানুবাদ)

মূল ঃ শাইখ ইমামুল হুজ্জাহ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ্ আল বুখারী আল-জু'ফী

আরবী সম্পাদনা ঃ ফাযীলাতুশ্ শাইখ সিদকী জামীল আল-'আত্তার (বৈরুত)

বাংলা সম্পাদনা ঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশনায় ঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স

সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অন্যান্য জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক আযাদকৃত যাদেরকে আল্লাহ্ কোন নেক 'আমাল কিংবা কল্যাণকর কাজ ব্যতীতই জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ তোমাদেরকে দেয়া হলো। [২২; মুসলিম ১/৮১, হাঃ ১৮৩, আহমাদ ১১১২৭] (আ.প্র. ৬৯২১, ই.ফা. ৬৯৩২)

٧٤٤٠. وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنْ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلَكِنْ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَكِنْ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَلَكِنْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلَكِنْ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ

وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾ قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ

৭৪৪০. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ ঈমানদারদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। অবশেষে তারা অস্থির হয়ে যাবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের নিকট কারো দ্বারা শাফাআত করাই যিনি আমাদের স্বস্তি দান করেন। তারপর তারা আদাম (عليه السلام)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদাম, যিনি মনুষ্য জাতির পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্ আপন হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের এ জায়গা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন আদাম (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নাবী (ﷺ) বলেন : এরপর তিনি নিষেধকৃত গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (عليه السلام)-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের জন্য প্রেরিত নাবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নূহ্ (عليه السلام)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের একনিষ্ঠ বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ অতঃপর তারা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এমন তিনটি কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো আসল ব্যাপারের উল্টো ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং গোপন কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁকে নৈকট্য দান করেন। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ সবাই তখন মূসা (عليه السلام)-এর কাছে আসবে। তিনি ওবলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং 'ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ তারা সবাই তখন 'ঈসা (লা)-এর কাছে আসবে। 'ঈসা (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যাঁর আগের ও পরের ভুল তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ তখন তারা আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর নিকট হাযির হবার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তাঁর দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি সাজদাহয় পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে হালতে যতক্ষণ চাইবেন রাখবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা ওঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান, আপনাকে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন ঃ তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তব ও স্তুতি করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। 'আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (رضي الله عنه)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি

ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের নিকট হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সাজদাহ্য় পড়ে যাব। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন, আমাকে সে হালাতে রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে, শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন স্তব ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সাজদাহ্য় পড়ে যাব। আল্লাহ্ আমাকে সে হালাতে রাখবেন, যতক্ষণ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, কবূল করা হবে, চান, দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তব ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অবশেষে জাহান্নামে বাকী থাকবে কেবল তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের চিরবাস ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন"- (সূরাহ ইসরা ১৭/৭৯) এবং তিনি বললেন এটিই হচ্ছে, তোমাদের নাবী (ﷺ)-এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমূদ'। [৪৪] (আ.প্র. ৬৯২২, ই.ফা. ৬৯৩২)

٧٤٤١. حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمْ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ

৭৪৪১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আনসারদের কাছে (লোক) পাঠালেন। তাদেরকে একটা তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাদের বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাত পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে। কারণ আমি হাওযের (কাউসারের) নিকটেই থাকব। [৩১৪৬] (আ.প্র. ৬৯২৩, ই.ফা. ৬৯৩৩)

٧٤٤٢. حدثني ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ

دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبيء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهما إسنادان صحيحان لمالك، أحدهما في الموطأ ـ وهو حديث أبي الزناد، وروي عن أبي هريرة وغيره من وجوه كثيرة؛ وحديث أبي الزناد محفوظ عن ثقات أصحاب أبي الزناد، منهم: ورقاء بن عمر اليشكري، ومالك بن أنس، وجماعة:

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي غالب ـ بمصر، قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر، قال حدثنا رزق الله بن موسى، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لكل نبي دعوة يدعو بها في الدنيا فيستجاب له، فأريد ـ إن شاء الله ـ أن أختبيء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة.

ورواه الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم ـ إن شاء الله ـ من مات لا يشرك بالله شيئاً.

وروى[166] أبو أسامة، ووكيع، عن داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في قول الله ـ عز وجل ـ: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»[167] ـ قال: المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتي. وعبد الله ابن ادريس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.

قال أبو عمر:

على هذا أهل العلم في تأويل قول الله ـ عز وجل ـ: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» ـ أنه الشفاعة.

---

(166) وروي: أ، ورواه: ق ك

(167) الآية: 79 سورة الاسراء.

التمهيد

لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

تأليف

الامام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله
ابن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي
المولود 368 والمتوفى 463 رحمه الله

حققه وعلق حواشيه وصححه

الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي
مدير دار الحديث الحسنية

و

الأستاذ محمد عبد الكبير البكري
ملحق بوزارة الشؤون الاسلامية

1387 هـ. 1967 م.

وقد روي عن مجاهد أن المقام المحمود: أن يقعده معه يوم القيامة على العرش، وهذا ـ عندهم ـ منكر في تفسير هذه الآية؛ والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين ـ أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته؛ وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك، فصار إجماعاً في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة.

ذكر ابن أبي شيبة، عن شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»، قال: شفاعة محمد ﷺ.

وذكر بقي، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال حدثنا قيس، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» ـ الشفاعة.

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال حدثنا أبو بكر، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود ـ مثله.

وذكر الفريابي، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود ـ مثله.

وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان، قال: المقام المحمود: الشفاعة.

وروى سفيان، واسرائيل، عن ابي اسحاق، عن صلة، عن حذيفة، قال: يجتمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، زاد سفيان في حديثه: حفاة عراة سكوتا ـ كما خلقوا، قياما لا تكلم نفس الا بإذنه. ثم اجتمعا: فينادي مناد: يامحمد على رؤوس الأولين والآخرين، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، زاد سفيان: والشر ليس اليك؛

ثم اجتمعا: والمهدي من هديت، تباركت وتعاليت، ومنك واليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك. قال حذيفة: فذلك المقام المحمود.

قال: وحدثنا اسماعيل بن أبي كريمة، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي اسحاق، عن صلة، عن حذيفة ـ فذكر مثله.

وروى(168) عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي اسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة بن اليمان ـ فذكر مثله.

وروى يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، في قوله: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً». قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ خير بين أن يكون عبداً نبياً، أو ملكاً نبياً، فأومأ إليه جبريل ـ أن تواضع، فاختار نبي الله ﷺ أن يكون عبداً نبياً، فأعطي بها(169) اثنين: أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع. قال قتادة: وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله ـ عز وجل ـ: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»: شفاعته(170) يوم القيامة.

وممن روي عنه أيضاً أن المقام المحمود الشفاعة: الحسن البصري، وابراهيم النخعي، وعلي بن الحسين بن علي، وابن شهاب، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم.

وفي الشفاعة أحاديث مرفوعة صحاح مسندة، من أحسنها: ما حدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله، وعبد الرحمان بن يحيى، قالا حدثنا حمزة بن محمد ابن علي، قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني،

(168) وروى: أ، وقال: ق ك.
(169) كلمة (بها) ساقطة في ق ك.
(170) شفاعته: أ، الشفاعة: ق ك.

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

সালাফিয়্যাত প্রচারে হাতেনাতে পাকড়াও

মাকামে মাহমুদ, আল্লাহর পাশে বসা ও তাফসীরে তাবারী

JAN 29, 2020

প্রমাণিত ডাকাতির পর

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

আল্লাহ তা'লা আমাদের নবীকে আল্লাহ'র আরশে আল্লাহর পাশে বসাবেন।

এটাই হল এই আয়াতের মূল অর্থ

يجلسه معه على عرشه

বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল গেল কোথায়?

"আল্লাহ তাঁর নবীকে আরশে বসাইতেছেন এবং বাসাইতে থাকিবেন"

মাকামে মাহমুদ

তাফসীরে তাবারী খেয়ানতে পাকড়াও মুফতীয়ে মুজাসসিমা

JAN 29, 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

مرةٍ[1] ، ومعلومٌ أن اللَّهَ لم يأمُرْه أن يستغفِرَه إلا لِمَا يغفِرُه له باستغفارِه ذلك ، فبيِّنٌ إذن وجهُ فسادِ ما قاله مجاهدٌ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمشِ ، عن شِمْرِ بنِ[2] عطيةَ ، عن شهرٍ ، عن أبى أُمامةَ ، قال : إنما كانت النافلةُ للنبيِّ ﷺ خاصةً[3] .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ . قال : تطوُّعًا وفضِيلةً لك[4] .

وقولُه : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . و « عسى » من اللَّهِ واجبةٌ ، وإنَّما وجْهُ قولِ أهلِ العلمِ : « عسى » من اللَّهِ واجبةٌ ؛ لعلمِ المؤمنين أن اللَّهَ لا يدَعُ أن يفعلَ بعبادِه ما أطمَعهم فيه من الجزاءِ على أعمالِهم والعِوَضِ على طاعتِهم إيَّاه ؛ إذ[5] ليس من صفتِه الغرورُ ، ولاشكَّ أنه قد أطمَع من قال ذلك له فى نفعِه ، إذا هو تعاهَده ولزِمَه ، فإن لزِم المقولُ ذلك له وتعاهَدَه ثم لم ينفَعْه ، ولا سببَ يحولُ بينَه وبينَ نفعِه إيَّاه ، مع الإطماعِ الذى تقدَّم منه لصاحِبِه على تعاهُدِه إيَّاه ولزُومِه ، فإنَّه لصاحِبِه غارٌّ بما كان من إخلافِه إيَّاه فيما كان أطمَعه فيه بقولِه الذى قال له . وإذ كان ذلك

---

(١) أخرجه ابن أبى شيبة ١٠/ ٢٩٧، ٢٩٨، وأحمد ٨/ ٣٥٠ (٤٧٢٦) ، والبخارى فى الأدب المفرد (٦١٨) ، وعبد بن حميد (٧٨٦) وأبو داود (١٥١٦) ، وابن ماجه (٣٨١٤) ، والترمذى (٣٤٣٤) ، وابن حبان (٩٢٧) من حديث ابن عمر .

(٢) فى النسخ : « عن » . وتقدم .

(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٢٥٦ ، والطبرانى (٧٥٦١) من طريق وكيع به ، وأخرجه الطيالسى (١٢٣١) ، وأحمد ٥/ ٢٥٥ ، والبيهقى فى الشعب (٢٧٧٩) ، والخطيب ٨/ ٤٥٢ من طريق أبى غالب ، عن أبى أمامة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور إلى ابن نصر وابن مردويه .

(٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٣٨٦ عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ١٩٦ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم ومحمد بن نصر .

(٥) زيادة يستقيم بها السياق .

تفسير الطبرى

جامع البيان عن تأويل آى القرآن

لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري
(٢٢٤هـ - ٣١٠هـ)

تحقيق
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
بالتعاون مع
مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية
بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة

الجزء الخامس عشر

هجر
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

كذلك ، وكان غيرَ جائزٍ أن يكونَ جلَّ ثناؤُه من صفتِه الغرورُ لعبادِهِ صحَّ ووجَب أن كلَّ ما أطمَعَهم فيه من طمَعٍ على طاعتِه ، أو على فعلٍ من الأفعالِ ، أو أمرٍ أو نهيٍ ، أمَرهم به أو نهاهم عنه ، فإنَّه موفٍّ لهم به ، وإنه منه كالعِدَةِ التى لا يُخْلفُ الوفاءُ بها ، قالوا : « عسى » و « لعلَّ » من اللَّهِ واجبةٌ .

وتأويلُ الكلامِ : أقِمِ الصلاةَ المفروضةَ يا محمدُ فى هذه الأوقاتِ التى أمَرتُك بإقامتِها فيها ، ومن الليلِ فتهجَّدْ فرضًا فرَضتُه عليك ، لعلَّ ربَّك أن يبعَثَك يومَ القيامةِ مقامًا تقومُ فيه محمودًا تُحمَدُه ، وتُغبطُ فيه .

ثم اختلَف أهلُ التأويلِ فى معنى ذلك المَقامِ المحمودِ ؛ فقال أكثرُ أهلِ العلمِ : ذلك هو المَقامُ الذى هو/ يقومُه ﷺ يومَ القيامةِ للشَّفاعةِ للناسِ ليُريحَهم ربُّهم من عظيمِ ما هم فيه مِن شدَّةِ ذلك اليومِ . ١٤٤/١٥

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن صِلةَ بنِ زُفَرَ ، عن حُذيفةَ ، قال : يُجمَعُ الناسُ فى صعيدٍ واحدٍ ، فيسمِعُهم الدَّاعِى ، وينفُذُهم البصرُ ، حُفاةً عراةً كما خُلِقوا ، قيامًا لا تَكلَّمُ نفسٌ إلَّا بإذنِه ، ينادَى : يا محمدُ . فيقولُ : « لبيَّكَ وسعدَيك ، والخيرُ فى يَدَيك ، والشرُّ ليس إليك ، والمَهدِىُّ من هَدَيت ، عبدُك بينَ يدَيْك ، وبك وإليك ، لا ملْجأَ ولا منجا مِنك إلا إليك ، تبارَكتَ وتعالَيت ، سبحانَك ربَّ البيتِ » . فهذا المَقامُ المحمودُ الذى ذكَره اللَّهُ[(١)] .

(١) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٥/١٠١ عن المصنف .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن صلةَ بنِ زُفَرَ ، عن حُذيفةَ ، قال : يُجْمَعُ الناسُ فى صعيدٍ واحدٍ ، فلا تَكَلَّمُ نفسٌ ، فأوّلُ مَدْعُوٍّ[(١)] محمدٌ النبىُّ ﷺ ، فيقومُ محمدٌ النبىُّ ﷺ فيقولُ : « لبَّيك » . ثم ذكَر مثلَه[(٢)] .

حدَّثنا سليمانُ بنُ عمرَ[(٣)] بنِ خالدٍ الرَّقّىُّ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن رِشْدِينَ ابنِ كريبٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : المَقامُ المحمودُ مَقامُ الشفاعةِ[(٤)] .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سلَمةَ بنِ كُهَيلٍ ، قال : ثنا أبو الزعراءِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، فى قصَّةٍ ذكَرها ، قال : ثم يَأْمرُ بالصراطِ فيُضرَبُ على جسرِ جهنَّمَ ، فيمرُّ الناسُ بقَدْرِ أعمالِهم ؛ يمرُّ أوَّلُهم كالبرقِ ، وكمرِّ الرِّيحِ ، وكمرِّ الطيرِ ، وكأسرَعِ البهائمِ ، ثم كذلك حتى يمرَّ الرجلُ سعْيًا ، ثم مشْيًا ، حتى يجىءَ آخِرُهم يتلبَّطُ[(٥)] على بطنِه ، فيقولُ : ربِّ لِمَا بطَّأْتَ بى . فيقولُ : إنى لم أُبطِّئْ بك ، إنما أبطأَ بك عمَلُك . قال : ثم يأذَنُ [٢/٢٦٥ظ] اللَّهُ فى الشفاعةِ ، فيكونُ أولَ شافعٍ يومَ القيامةِ جبريلُ عليهِ السلامُ ، رُوحُ القُدُسِ ، ثم إبراهيمُ خليلُ الرحمنِ ، ثم

(١) فى م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « يدعو » .

(٢) أخرجه البزار (٢٩٢٦) من طريق محمد بن جعفر به ، وأخرجه الطيالسى (٤١٤) - ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية ١/ ٢٧٨ - والنسائى فى الكبرى (١١٢٩٤) ، من طريق شعبة به ، وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١١/ ٤٨٤، ١٣/ ٣٧٨، والحاكم ٢/٣٦٣ من طريق أبى إسحاق به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/٩٧ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى البعث والخطيب فى المتفق والمفترق .

(٣) فى النسخ : « عمرو » . وتقدم فى ٨/ ٧٢٤.

(٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/١٩٧ إلى المصنف والطبرانى وابن مردويه .

(٥) يتلبَّط : يتمرَّغ . ينظر النهاية ٤/ ٢٢٦.

موسى ، أو عيسى – قال أبو الزعراءِ : لا أدرى أيُّهما قال – قال : ثم يقومُ نبيُّكم عليه السلامُ رابعًا ، فلا يشفعُ أحدٌ بعدَه فيما يشفَعُ فيه ، وهو المَقامُ المحمودُ الذى ذكَر اللَّهُ : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾[1] .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٍّ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : المَقامُ المحمودُ مَقامُ الشفاعةِ يومَ القيامةِ[2] .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : شفاعةُ محمدٍ يومَ القيامةِ[3] .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو معاويةَ ، عن عاصمٍ الأحولِ ، عن أبى عثمانَ ، عن سلمانَ ، قال : هو الشفاعةُ ، يشفِّعُه اللَّهُ فى أُمَّتِه ، فهو المَقامُ المحمودُ[4] .

/حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ عَسَىٰٓ أَن ١٥/

(١) أخرجه الطيالسى (٣٨٩) ، والنسائى فى الكبرى (١١٢٩٦) ، وفى تفسيره (٣١٦) ، والطبرانى (٩٧٦٠) من طريق سلمة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/١٩٨ إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه ، وتقدم تخريجه مطولًا فى ٣/٣٤، وسيأتى فى ١٧/١٢٢ .

(٢) ينظر تفسير ابن كثير ٥/١٠١ .

(٣) تفسير مجاهد ص ٤٤١ ، وأخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق (١٠٤٦) من طريق أبى عاصم به .

(٤) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١١/٣١، ٣٢– ومن طريقه الطبرانى (٦١١٧) – عن أبى معاوية به مطولًا .

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ : وقد ذُكِر لنا أن نبىَّ اللَّهِ ﷺ خُيِّر بينَ أن يكونَ عبدًا نبيًّا ، أو ملِكًا نبيًّا ، فأومأ إليه جبريلُ عليه السلامُ : أن تواضَعْ . فاختارَ نبىُّ اللَّهِ أن يكونَ عبدًا نبيًّا ، فأُعطِى به نبىُّ اللَّهِ (١ ثِنْتين ؛ أنه ١) أوَّلُ مَن تنشقُّ عنه الأرضُ ، وأوَّلُ شافعٍ . وكان أهلُ العلمِ يَرَوْن أنَّه المقامُ المحمودُ الذى قال اللَّهُ تبارَك وتعالى : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ : شفاعة يوم القيامةِ[2] .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : هى الشفاعةُ ، يشفِّعُه اللَّهُ فى أُمَّتِه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمرٌ والثورىُّ ، عن أبى إسحاقَ ، عن صلةَ بنِ زُفَرَ ، قال : سمِعتُ حُذيفةَ يقولُ فى قولِه : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : يجمَعُ اللَّهُ الناسَ فى صعيدٍ واحدٍ حيثُ يُسمِعُهم الدَّاعِى ، ويَنفُذُهم البصرُ ، حُفاةً عُراةً كما خُلِقوا ، سُكوتًا لا تكلَّمُ نفسٌ إلا بإذنِه . قال : فينادَى محمدٌ ، فيقولُ : « لبَّيك وسَعْديك ، والخيرُ فى يدَيك ، والشرُّ ليس إليك ، والمَهدِىُّ مَن هَدَيت ، وعبدُك بينَ يدَيك ، ولك وإليك ، لا ملْجَأَ ولا منجا منك إلا إليكَ ، تبارَكْت وتعالَيْت ، سبحانَك ربَّ البيتِ » . قال : فذلك المَقامُ المحمودُ الذى ذكَر اللَّهُ : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾[3] .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن أبى إسحاقَ ، عن صلةَ بنِ زُفَرَ ، قال[4] : قال حُذيفةُ : يجمَعُ اللَّهُ الناسَ فى صعيدٍ واحدٍ

(١ – ١) فى ت ١ ، ت ٢ ، ف : « ثلاثين آية » .

(٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/١٩٨ إلى المصنف .

(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٣٨٧ .

(٤) سقط من : م .

حيثُ يَنفُذُهم البصرُ ، ويُسمِعُهم الدَّاعِى ، حُفاةً عُراةً كما خُلِقوا أوَّلَ مرَّةٍ ، ثم يقومُ النبىُّ ﷺ فيقولُ : « لبَّيك وسعْدَيك » . ثم ذكَر نحوَه ، إلا أنَّه قال : هو المقامُ المحمودُ .

وقال آخرون : بل ذلك المقامُ المحمودُ الذى وعَد اللَّهُ نبيَّه ﷺ أن يبعَثَه إيَّاه ، هو أن يُقعِدَه معه على عرشِه .

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا عبادُ بنُ يعقوبَ الأسدىُّ ، قال : ثنا ابنُ فُضيلٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : يُجلِسُه معه على عرشِه[1] .

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ ما صحَّ به الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وذلك ما **حدَّثنا** به أبو كريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن داودَ بنِ يزيدَ ، عن أبيه ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . سُئِل عنها قال : « هِىَ الشَّفاعةُ »[2] .

حدَّثنا علىُّ بنُ حربٍ ، قال : ثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا داودُ بنُ يزيدَ

(١) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١١/ ٤٣٦ - ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد ٧/ ١٥٨ - والخلال فى السنة ٢٤١ - ٢٤٤ ، ٢٤٦ ، ٢٦٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٦ - ٢٨٨ ، من طريق ابن فضيل به ، وأخرجه الخلال (٢٩٦ ، ٢٩٨ - ٣٠١) من طريق أبى يحيى القتات وليث عن مجاهد . قال الذهبى فى العلو - نقلا عن محقق السنة - : أما قضية قعود نبينا على العرش ، فلم يثبت فى ذلك نص ، بل فى الباب حديث واه . وأبطل الواحدى - كما فى البحر المحيط ٦/ ٧٣ - هذا القول من خمسة أوجه ، فانظرها فيه .

(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١١/ ٤٨٤ ، وأحمد ١٥/ ٤٥٨ ، ١٦/ ١٥٤ ، ١٥٥ (٩٧٣٥ ، ١٠٢٠٠) ، والترمذى (٣١٣٧) ، والبيهقى فى الشعب (٢٩٩ ، ٣٠٢) ، والخطيب فى الموضح ٢/ ٧٨ ، من طريق وكيع به .

الأَوْدِىُّ ، عن أبيه ، عن/ أبى هريرةَ ، عن النبىِّ ﷺ فى قولِه : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : « هو المَقامُ الذى أشفعُ فيه لأمَّتى »[1] .

حدَّثنا أبو عُتبةَ الحِمْصِىُّ أحمدُ بنُ الفرَجِ ، قال : ثنا بقيةُ بنُ الوليدِ ، عن الزُّبيدِىِّ ، عن الزهرىِّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ ، عن كعبِ بنِ مالكٍ ، أن النبىَّ ﷺ قال : « يُحشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ ، فأكونُ أنا وأمتى على تَلٍّ ، فيَكسُونى ربى حُلةً خضراءَ ، ثم يُؤْذَنُ لى فأقولُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ أقولَ ، فذلك المَقامُ المحمودُ »[2] .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا شعيبُ بنُ الليثِ ، قال : ثنى الليثُ ، عن[3] عبيدِ اللَّهِ بنِ أبى جعفرٍ ، قال : سمِعتُ حمزةَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ يقولُ : سمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إنَّ الشمسَ لَتَدْنو حتى يَبْلُغَ العرقُ [٢٦٦/٢و] نصفَ الأُذُنِ ، فبينما هم كذلك استَغاثوا بآدمَ عليه السلامُ ، فيقولُ : لستُ صاحبَ ذلك » . ثم بموسى عليه السلامُ ، فيقولُ كذلك ، ثم بمحمدٍ فيَشْفَعُ بينَ الخلقِ ، فيَمْشِى حتى يَأْخُذَ بحَلْقَةِ الجنةِ ، فيومَئذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقامًا محمودًا »[4] .

(١) أخرجه أحمد ١٥/ ٤٢٧ ، ٤٢٨ ، ١٦/ ٤٨٩ (٩٦٨٤ ، ١٠٨٣٩) ، والخطيب فى الموضح ٢/ ٧٧ من طريق داود بن يزيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ١٩٧ إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه .

(٢) أخرجه البخارى فى التاريخ ٥/ ٣٠٩ ، وابن أبى عاصم فى السنة (٧٨٥) ، والطبرانى ١٩/ ٧٢ (١٤٢) ، وفى الأوسط (٨٧٩٧) ، وفى مسند الشاميين (١٧٥٩) ، من طريق بقية بن الوليد به ، وأخرجه الطبرانى ١٩/ ٧٢ (١٤٢) من طريق صدقة بن عبد اللَّه ، عن الزبيدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ١٩٧ إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه .

(٣) فى ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « بن » .

(٤) أخرجه ابن منده فى الإيمان ٣/ ٨٣٣ من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم . وأخرجه البخارى (١٤٧٥) ، وابن خزيمة فى التوحيد ص ١٩٩ ، والطبرانى فى الأوسط (٨٧٢٥) ، والبغوى فى شرح السنة ٦/ ١١٧ ، من طريق الليث به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ١٩٧ إلى ابن مردويه .

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/
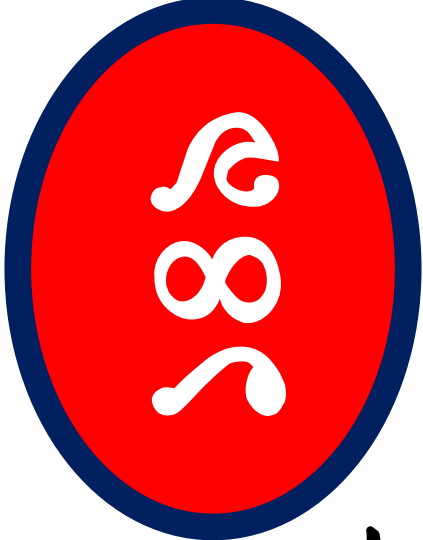
البردان ، واشتهر اسمه في العلم وشاع خبره بالفهم والتقدم .

قال عبد العزيز بن هارون : لما دخل أبو جعفر إلى الدينور ماضياً إلى طبرستان دعاه بعض أهل العلم بها ، فلما اجتمعا قلت : يا أبا جعفر ما يَحْسُنُ بنا أن نجتمع ولا نتذاكر ، فقال عبد الله بن حمدان : قد ذاكرتُهُ فأغربتُ عليه خمسةً وثمانين حديثاً ، وأغرب عليَّ ثمانية عشر حديثاً . قال عبد العزيز : ثم لقيتُ بعد ذلك أبا بكر ابن سهل الدينوري ، وكان من العلماء والحفاظ للحديث ، فحدثته بذلك فقال : كذب والله الذي لا إله إلا هو ، لقد قدم إلينا أبو جعفر فدعاه المعروف بالكسائي ، ودعا معه أهلَ العلم وكنت حاضراً ومعنا ابن حمدان ، فقرأ على أبي جعفر كتاب الجنائز من « الاختلاف » فقال له أبو جعفر : ليس يصلحُ لنا أن نفترقَ من غير مذاكرة ، وهذا كتاب الجنائز فتتذاكر بمسنده ومقطوعه وما اختلف فيه الصحابة والتابعون والعلماء ، فقال ابن حمدان : أما المسند فأذاكر به وأما سواه فلا أذاكر به ، فأغرب عليه ثلاثة وثمانين حديثاً وأغرب عليه ابن حمدان ثمانية عشر حديثاً . قال : وكان ابن حمدان فيما أغرب به على أبي جعفر أقبح مما أغرب به أبو جعفر لأنه كان إذا أغرب ابن حمدان بحديث قال له أبو جعفر هذا خطأ من جهة كذا ومثلي لا يذاكر به ، فيخجل وينقطع . فلما قدم إلى بغداد من طبرستان بعد رجوعه إليها تعصب عليه أبو عبد الله الجصاص وجعفر بن عرفة والبياضي ، وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة ، وعن حديث الجلوس على العرش ، فقال أبو جعفر : أما أحمد بن حنبل فلا يُعَدّ خلافه ، فقالوا له : فقد ذكره العلماء في الاختلاف ، فقال : ما رأيته روي عنه ، ولا رأيتُ له أصحاباً يُعَوّلُ عليهم ، وأما حديثُ الجلوس على العرش فمحال ، ثم أنشد :

سبحانَ مَنْ ليس له أنيسٌ ولا له في عرشِهِ جليسُ

فلما سمع ذلك الحنابلةُ منه وأصحابُ الحديث وثبوا ورموه بمحابرهم ، وقيل كانت ألوفاً ، فقام أبو جعفر بنفسه ودخل داره ، فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتلّ العظيم ، وركب نازوك صاحبُ الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنعُ عنه العامة ، ووقف على بابه يوماً إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه ، وكان قد كتب على بابه :

سبحان من ليس له أنيسٌ ولا له في عرشه جليسُ

تأليف

ياقوت الحموي الرومي

ت 622 هـ

تحقيق

الدكتور إحسان عباس

الجزء الأول

[ابن جرير]

٧٢٢ - «ابن جرير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري وقيل يزيد بن كثير بن غالب صاحب التفسير الكبير[١] والتاريخ الشهير[٢]، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنَّفات مليحة في فنون عديدة وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلّدْ أحداً وكان أبو الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - على مذهبه. وكان ابن جرير ثقةً في نقله، وتاريخُهُ أصحُّ التواريخ، ومن المنسوب إليه [الوافر]:

إذا أعسرتُ لم يعلم شقيقي ... وأستغني فيستغني صديقي

حيائي حافظٌ لي ماءَ وجهي ... ورِفْقِي في مطالبتي رفيقي

ولو أني سمحتُ ببذل وجهي ... لكنتُ إلى الغِنى سهلَ الطريقِ

وأبو بكر الخوارزمي الشاعر ابن أخته، وكانت ولادة ابن جرير سنة أربع وعشرين ومائتين بآمل طبرستان ووفاته يوم السبت سادس عشرين شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن يوم الأحد في داره ببغداد وزعم قوم أنه بالقرافة مدفون والصحيح الأول، وقد طوّف الأقاليم وسمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى الفزاري وأبا كريب وهناد بن السريّ والوليد بن شجاع وأحمد بن منيع ومحمد بن حميد الرازي ويونس بن عبد الأعلى وخلقاً سواهم وقرأ القرآن على سليمان بن عبد الرحمن الطلحي صاحب خلّاد وصنّف كتاباً حسناً في القراءات وروى عنه جماعة، قال الخطيب: كان أحدَ الأئمة يُحكَم بقوله ويُرجَع إلى رأيه لمعرفته وفضله جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطريقها صحيحها وسقيمها ناسخها

٧٢٢ - «الفهرست» لابن النديم (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٦٢ - ١٦٩)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ١٧٠ - ١٧٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٧٨ - ٧٩)، و«اللباب» لابن الأثير (٢/ ٨١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٧٧ - ٥٧٨)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٤٠ - ٩٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٤٥ - ١٤٧)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٠٦ - ١٠٨)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٢٥١ - ٢٥٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٧٥٧) ترجمة (٧١٩٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٣ - ٤٢ - ٥١٣ - ١٤٢٩ - ١٤٤٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٦٠).

(١) واسم تفسيره: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن».

(٢) واسم تاريخه: «تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك».

كتاب

الوافي بالوفيات

تأليف

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي

ت 764 هـ

تحقيق واعتناء

أحمد الأرناؤوط تركي مصطفى

دار إحياء التراث العربي
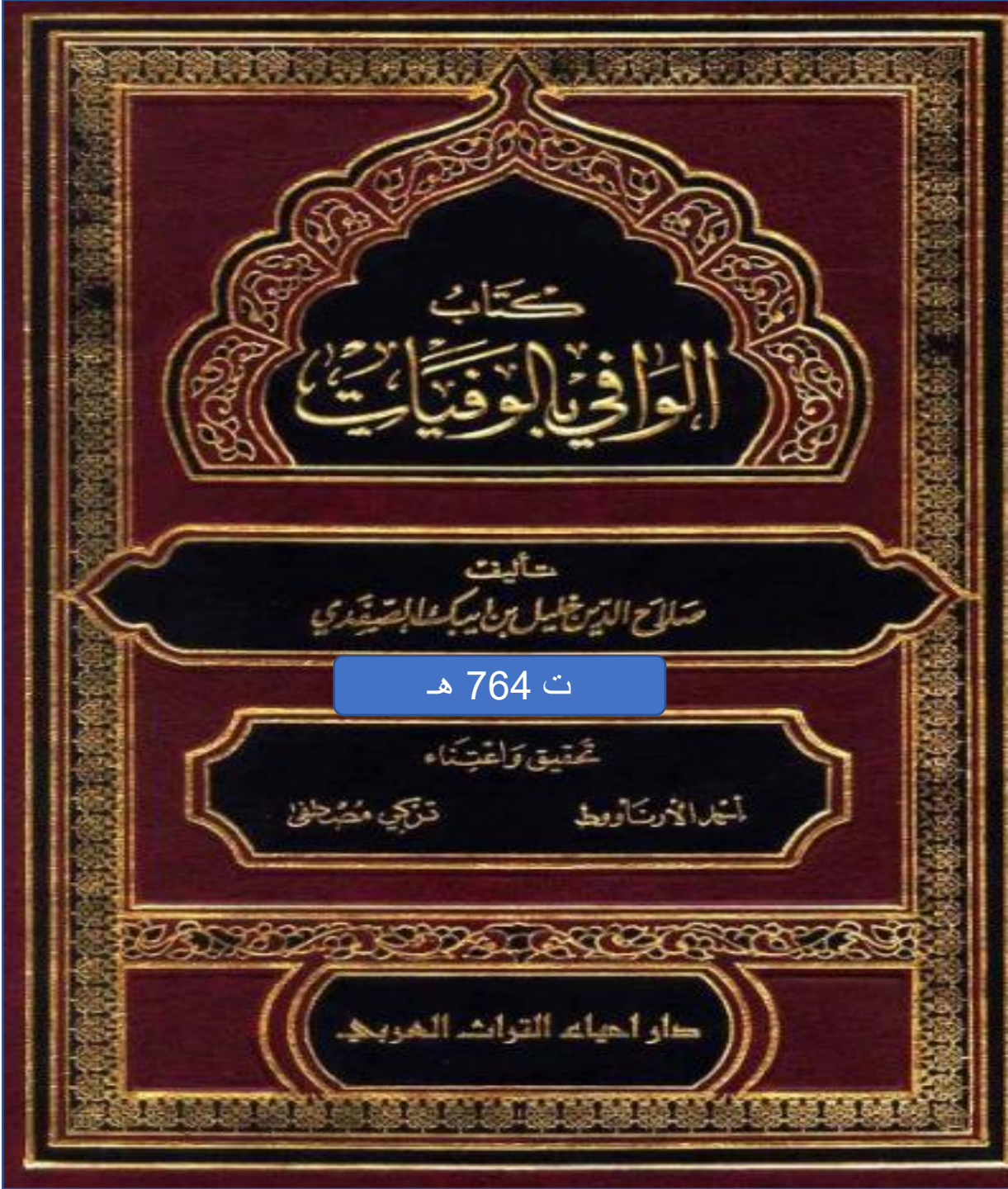
ومنسوخها عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأخبارهم له الكتاب المشهور في تاريخ الأمم وكتاب التفسير الذي لم يُرَ مثله وتهذيب الآثار لم أرَ مثله في معناه ولم يتمّ وله في الأصول والفروع كتبٌ كثيرة واختار من أقاويل الفقهاء وتفرّد بمسائل حُفظت عنه ومكث أربعين سنة يكتب كلّ يوم أربعين ورقة، وقال الفرغاني: حسب تلامذته أنه مذ بلغ الحلم إلى أن مات فصار له لكلّ يوم سبعة عشر ورقة، وقال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجلٌ إلى الصين حتى يحصّل تفسيرَ ابن جرير لم يكن كثيراً، وقال الإمام ابن خُزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلةُ، قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا قالوا كم قدره فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة، فقالوا هذا شيء مما تفنى الأعمار دونه فقال إنّا للّه ماتت الهممُ فأملاه في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ومن كتبه: «القراءات»، «والعدد والتنزيل»، و «اختلاف العلماء»، «تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين إلى شيوخه»، «لطف القول في أحكام شرائع الإسلام»، وهو مذهبه الذي اختاره وجوّده واحتجّ [له][1] وهو ثلاثة وثمانون كتاباً، و «لطائف القول وخفيفه في شرائع الإسلام»، و «مسند ابن عباس»، و «اختلاف علماء الأمصار»، «كتاب اللباس»، «كتاب الشرب»، «كتاب أمّهات الأولاد» و «أمثِلة العدول في الشروط»، «تهذيب الآثار» «بسيط القول»، «آداب النفوس»، «الردّ على ذي الأسفار»، يردّ فيه على داود[2]، «رسالة التصير في معالم الدين»، «صريح السنّة»، «فضائل أبي بكر»، «مختصر الفرائض»، «الموجز في الأصول»، «مناسك الحجّ»، و «التبصير في أصول الدين» وابتدأ بكتاب البسيط فخرّج كتاب الطهارة نحو ألف وخمسمائة ورقة، وقال الخطيب: عاش خمساً وثمانين سنة ورثاه أبو بكر بن دُريد بقصيدة أولها [البسيط]:

لن تستطيع لأمر اللّه تعقيبا ... فاستنجِد الصبر أو فاستشعر الحوبا

ورثاه أبو سعيد بن الأعرابي بأبيات منها [الخفيف]:

قام ناعِي العلوم أجمع لمّا ... قام ناعِي محمّد بن جريرِ

ولما قدم من طبرستانِ إلى بغداد تعصّب عليه أبو عبد الله ابن الجصّاص وجعفر بن عرفة والبياضي وقصده الحنابلةُ فسألوه عن أحمد بن حنبل يوم الجمعة في الجامع وعن حديث الجلوس على العرش فقال أبو جعفر أمّا أحمد بن حنبل فلا يُعَدّ خلافه فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاختلاف، فقال: ما رأيته رُوي عنه ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم وأمّا حديث الجلوس على العرش فمُحالٌ، ثم أنشد [الرجز]:

سبحانَ من ليس له أنيسُ ... ولا له في عرشه جليسُ

---

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) داود الظاهري صاحب المذهب المعروف والمشهور.

فلما سمعوا ذلك وثبوا ورموه بمحابرهم وقد كانت ألوفاً فقام بنفسه ودخل داره فردموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتلّ العظيم وركب نازوك صاحب الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامّة ووقف على بابه إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه وكان قد كتب على بابه البيت المتقدم فأمر نازوك بمحو ذلك وكتب مكانه بعضُ أصحاب الحديث [الوافر]:

لأحمدَ منزلٌ لا شكّ عالٍ ... إذا وافى إلى الرحمن وافِدْ

فيُدنيه ويُقعده كريماً ... على رغمٍ لهم في أنف حاسدْ

على عرشٍ يغلّفُه بطيبٍ ... على الإكبار يا باغٍ وعانِدْ

ألا هذا المقام يكون حقاً ... كذاك رواه ليثٌ عن مُجاهِدْ

فخلا في داره وعمل كتابه المشهورَ في الاعتذار إليهم وذكر مذهبه واعتقاده وجرّح مَن ظنّ فيه غيرَ ذلك وقرأ الكتابَ عليهم وفضّل أحمدَ بن حنبل وذكر مذهبه وتصويب اعتقاده ولم يُخرج كتابه في الاختلاف حتى مات فوجدوه مدفوناً في التراب فأخرجوه ونسخوه[1].

● ● ●

---

(١) راجع في هذا البحث ما كتبه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» يردُّ به على المشبهة الحنابلة. وكذلك كتاب الإمام تقي الدين الحصني الشافعي «دفع شبه مَن شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد». ولا يلتفت إلى كتب المجسمة ومعتقدي الجهة فإنهم أخذوا بظاهر الألفاظ وهو أمر خلاف اللغة وخلاف مذهب أهل السنة والجماعة.

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص

تأليف
الامام جلال الدين السيوطي
(المتوفى ٩١١ هـ)

حققه وقدم له وعلق عليه وأعد فهارسه
الدكتور محمد بن لطفي الصباغ

الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
منقحة ومزيدة ومقابلة على مخطوطات عدة

المكتب الاسلامي

الفصل السابع

في إنكار العلماء قديماً[1] على القصاص ما رووه من الأباطيل وسفه القصاص عليهم وقيام العامة مع القصاص بالجهل واحتمال العلماء ذلك في الله[2].

• قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب « الموضوعات »[3] :

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار ، أنبأنا هناد بن إبراهيم النسفي ، أنبأنا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي، حدثنا محمد بن يوسف القطان / النيسابوري ، أنبأنا محمد بن عبد الله بن حمدويه ، قال : حدثنا الزبير بن عبد الواحد ، حدّثنا إبراهيم بن عبد الواحد الطبري قال : سمعتُ جعفرَ بنَ محمد الطيالسي يقول :

صلَّ أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معين في مسجد الرُّصافة ، فقام بين أيديهم قاصٌ فقال :

---

(١) سقطت كلمة (قديماً) من المطبوعة . وهي في الأصول كلها .

(٢) في الأصل : بالله . والتصويب من (ظ) والمطبوعة و (ل) و(ت) .

(٣) انظر هذه القصة في « الموضوعات » ١ / ٤٦ و« الميزان » ١ / ٤٧ و« لسان الميزان » ١ / ٧٩ و« اللآلىء المصنوعة » ٢ / ٣٤٦ و« تفسير القرطبي » ١ / ٧٩ و« الباعث الحثيث » ٨٥ و« الأسرار المرفوعة » ٥٣ ـ ٥٥ و« كتاب المجروحين » لابن حبان ١ / ٨٥ و« كتاب القصاص والمذكرين » بتحقيقنا ٣٠٣ ـ ٣٠٤ .

النفوسُ ، بل مباينة الالهية للحدثيَّة أوجبتْ في النفوسِ هيبةً وحشمة ، إذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَت قلوبهُم ، وإنما صوَّر أقوامٌ صورةً تجدّد لهم بها أُنسٌ ، فأقلقهم الشوقُ إليها ، فنالهم ما ينالُ الهائمَ في العشق ؛ وهذه الهواجسُ الرديَّة يجب محوها عن القلوبِ ، كما يجبُ كسر الأصنام . انتهى .

• وفي بعض المجاميع :

أن قاصاً جَلَسَ ببغداد فروى في تفسير قوله تعالى ﴿ عَسى أنْ يبعثَكَ ربُّك مَقاماً مَحْموداً ﴾[1] ، أنه يجلسُه مَعهُ على عَرْشِهِ ، فبلغ ذلك الإمامَ محمدَ بن جريرٍ الطبريَّ[2] ، فاحتدَّ [من][3] ذلك ، وبالغ في إنكاره ، وكتب على باب داره . /

سُبْحانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أنيس . ولا لَهُ في عرشِهِ جليس .

---

(١) سورة الإسراء . الآية : ٧٩ . والآية بتمامها : ﴿ وَمِنَ الليلِ فتهجَّدْ به نافلةً لكَ عسى أن يبعثَكَ ربُّك مقاماً محموداً ﴾ .

(٢) هو محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطبري ، المؤرّخ ، المفسر ، الإمام في القراءات والفقه والسنن . ولد في آمل بطبرستان ، وتوفي ببغداد سنة ٣١٠ هـ . عرض عليه القضاء فأبى . كان إماماً مجتهداً صاحب مذهب فقهي . وانظر في ترجمته : «البداية والنهاية» ١١ / ١٤٥ و« تاريخ بغداد » ٢ / ١٦٢ و« شذرات الذهب » ٢ / ٢٦٠ و« طبقات الشافعية » ٣ / ١٢٠ و« طبقات الشافعية » للعبادي ٥٢ و« الميزان » ٣ / ٤٩٨ و« تذكرة الحفاظ » ٧١٠ و« غاية النهاية » ٢ / ١٠٦ و« لسان الميزان » ٥ / ١٠٠ و« معجم الأدباء » ١٨ / ٤٠ ـ ٩٤ و« الوافي بالوفيات » ٢ / ٢٨٤ .

(٣) سقط من الأصل . واستدركته من (ظ) والمطبوعة و(ل) و(ت).

فثارت عليه عوامٌ بغداد ، ورَجَمُوا بيتَهُ بالحجارة حتى استدَّ[1] بابُه بالحجارةِ ، وَعلتْ عَلَيْهِ[2] .

---

(١) استدّ وانسدّ : بمعنى .

(٢) قال ياقوت: ١٨ / ٥٧ (وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة وعن حديث الجلوس على العرش فقال أبو جعفر: أما أحمد بن حنبل فلا يُعدّ خلافه. فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاختلاف. فقال: ما رأيته روي عنه، ولا رأيت له أصحاباً يُعَوّل عليهم. وأما حديث الجلوس على العرش فمحال ثم أنشد:

سبحان من ليس له أنيسْ ولا له في عرشه جليسٌ

فلما سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث ، وثبوا ورموه بمحابرهم ، وقيل : كانت ألوفاً . فقام أبو جعفر بنفسه ، ودخل دراه ، فرموا داره بالحجارة ، حتى صار على بابه كالتلّ العظيم . وركب صاحب الشرطة في عشرات ألوف يمنع عنه العامّة . ووقف على بابه يوماً الى الليل . وأمر برفع الحجارة عنه ، وكان قد كتب على بابه :

سبحان من ليس له أنيسْ ولا له في عرشه جليسٌ

فأمر صاحب الشرطة بمحو ذلك .(وانظر « الوافي بالوفيات » ٢ / ٢٨٦ فقد أوردها مطابقة لما جاء به ياقوت . وانظر « تفسير البحر » ٦ / ٧٢ ـ ٧٣ فقد أورد أبو حيان خمسة أقوال في تفسير المقام المحمود ، ثم نقل عن الواحدي ردّه على حديث الجلوس من خمسة وجوه فتأمل .

وانظر كتاب « الطبري » للدكتور أحمد محمد الحوفي ص ٢٥٨ حتى صفحة ٢٦٣ فقد ناقش القصّة ورجع الى تفسير الطبرى للآية ، وذلك في الفصل المُعَنْون بـ (عداء الحنابلة له) وذكر احتمال ان يكون الخبر مدسوساً عليه . وانظر « مجلة البحث الاسلامي » عدد ١٥ المجلد ١٣ صفحة ١٦ .

الأسرار المرفوعة
في
الأخبار الموضوعة

المعروف بالموضوعات الكبرى

للعلامة نور الدين علي بن محمد بن سلطان
المشهور بالملا علي القاري

حققه وعلق عليه وشرحه
محمد بن لطفي الصباغ

الطبعة الثانية
مع زيادة في التحقيق والتعليق

المكتب الإسلامي

وقال ابن عقيل: أخذ بعض الوعاظ [يقول][1]:

«يقولُ اللهُ: يا موسى! مَنْ تُريدُ؟ قال: أخي هارون. يا مُحَمَّدُ! مَنْ تُريدُ؟ قال: عَمّي وأُمّي. يا نوحُ! مَنْ تُريدُ؟ قال: ابني. يا يعقوبُ! من تُريدُ؟ قال: يوسُف. قال: كُلُّكُمْ يُريدُ مِنّي. أَيْنَ مَنْ يُرِيدُني؟».

ثم احتدَّ[2] وصَكَّ الكُرْسيَّ صَكَّةً وقال:

يا قارىءُ! اقرأ ﴿يُرِيدونَ وَجْهَهُ﴾[3]، فقرأ القارىءُ، وضجَّ المجلس، وصَعِقَ[4] قومٌ، وخُرِّقَتْ ثيابُ قومٍ بشعبذة ذلك[5]. فاعتقد قومٌ أنَّ ما ذكره لبابُ الحقِّ، وعينُ العلم.

وفي بعضِ المجامعِ أنَّ قاصًّا جلسَ ببغداد، فروى في تفسير قوله تعالى ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾[6] أنه يُجلسه مَعَهُ على عَرْشِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الإمام محمّدَ ابنَ جريرٍ الطبريَّ[7] فاحتدَّ مِنْ ذَلِكَ، وبالَغَ في إنكارِهِ، وكَتَبَ على باب دارِهِ:

سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنِيس وَلاَ لَهُ في عَرْشِهِ جَلِيس

(١) زيادة ليست في الأصول، ولكن السياق يقتضيها. واستدركتها من «تحذير الخواص» ٢٠٩ و «القصاص والمذكرين» ٣٢٩.

(٢) أي الواعظ.

(٣) هذه القطعة من الآية وردت في سورة الأنعام الآية ٥٢، وفي سورة الكهف الآية ٢٨.

(٤) صعق قومٌ: أي غشي عليهم. وقد تأتي في غير هذا الموضع بمعنى مات كما في قوله سبحانه ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ﴾.

(٥) في المخطوطتين و «التحذير»: ذاك.

(٦) سورة الإسراء، الآية ٧٩، والآية بتمامها: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾.

(٧) محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر، المؤرخ المفسّر الإمام في أحكام الدين والقراءات والسنن، وُلد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ٣١٠ هـ، وعُرض عليه القضاء فأبى، وقد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من عصره، كان إماماً مجتهداً صاحب مذهب فقهي، وقد ذكر ابن خلكان أن أصحابه يقال لهم الجريرية.

فثارتْ عليه عوامُّ بغدادَ ورَجَموا بيْتَهُ بالحجارةِ، حتّى استدّ[1] بابُه بالحجارة وعلت عليه.

فصل[2]

قال العقيلي يسنده إلى حماد بن زيد[3] يقول: وضعتِ الزنادقة على رسول الله ﷺ اثنَيْ عَشَرَ أَلفَ حديثٍ.

وقال ابن عدي بإسناده إلى جعفر بنِ سليمانَ[4] قال: سمعت المهديَّ[5] يقولُ: أَقَرَّ عِنْدي رجلٌ من الزنادقة أنَّهُ وضع أَرْبعمائةِ حديثٍ، فهيَ تَجولُ في أيدي النَّاس.

وأخرج ابن عساكر عن الرشيد[6] أنَّهُ جيءَ إليه بزنديقٍ، فأمر بقتله. فقال: يا أميرَ المؤمنين! أَيْنَ أَنتَ عن أربعةِ آلافِ حديثٍ وضعتُها فيكم أُحَرِّمُ فيها الحلالَ وأُحِلُّ فيها الحرام ما قال النبي عليه الصلاة والسلام منها حرفاً. فقال له الرشيد: أَيْنَ أَنْتَ يا زنديقُ عن عبد الله بن المبارك وأبي

(١) استدّ وانسدّ بمعنى.

(٢) هذا هو الفصل الثامن في كتاب «تحذير الخواص» وعنوانه هناك كما يأتي: [الفصل الثامن في بيان أنّ الأحاديث الموضوعة كثيرة ولا يميّزها إلا الناقد المجتهد في الحديث] ص ٢١٣ ـ ٢١٩.

(٣) هو أبو إسماعيل الأزرق البصري، الحافظ، أحد الأعلام من أئمة المسلمين، قال ابن مهدي: ما رأيت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة منه، ولا أفقه بالبصرة منه. مات في أواخر القرن الثاني فقيل سنة ١٩٧ وقيل سنة ١٨٩ هـ. وقيل سنة ١٧٩.

(٤) جعفر بن سليمان الضُّبَعي البصري الزاهد، أبو سليمان، وثّقه أحمد وابن معين. مات سنة ١٧٨ هـ.

(٥) هو الخليفة العباسي محمد بن عبد الله المنصور، ولد سنة ١٢٦ هـ، ونشأ في بيت الخلافة، وكان فصيحاً عالماً بالأخبار والأشعار شديداً على الإلحاد والزندقة وتوفي سنة ١٦٩ هـ.

(٦) هو الخليفة العباسي هارون بن محمد المهدي، ولد سنة ١٤٥ هـ. كان من أعاظم خلفاء بني العباس. ذكروا في أخباره أنه كان يحج سنة ويغزو سنة. وحج ماشياً ولم يحج خليفة ماشياً غيره. تولى الخلافة سنة ١٧٠ هـ ومات سنة ١٩٣ هـ.
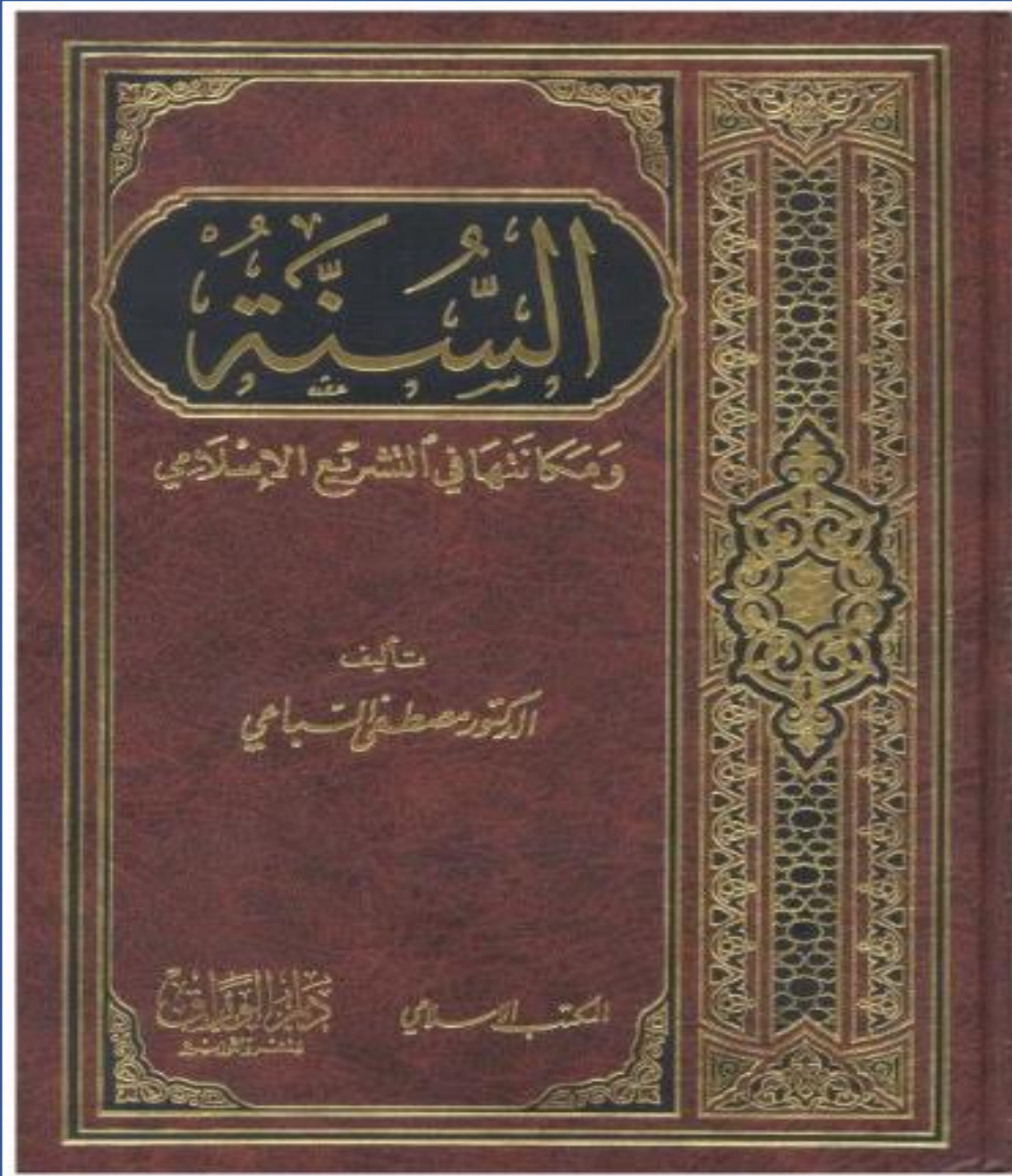
لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة. فقال له يحيى: وكيف؟ فقال: أليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما؟ لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين[1]!.

ومن المؤسف أن هؤلاء القصاص - على جهلهم وجرأتهم في الكذب على الله ورسوله - قد لقوا من العامة آذاناً صاغية وتلقي العلماء منهم عنتاً كبيراً حتى ليروي السيوطي في «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص»: أن أحد هؤلاء القصاص جلس ببغداد، فروى تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾ [الإسراء: ٧٩] وزعم أن النبي ﷺ يجلس مع الله على عرشه فبلغ ذلك محمد بن جرير الطبري، فغضب من ذلك، وبالغ في إنكاره، وكتب على باب داره «سبحان من ليس له أنيس، ولا له على عرشه جليس» فثارت عليه عوام بغداد ورجموا بيته بالحجارة حتى استد بابه بالحجارة وعلت عليه[2].

خامساً: الخلافات الفقهية والكلامية:

فقد نزع الجهال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية والكلامية إلى تأييد مذهبهم بأحاديث مكذوبة. من ذلك: «من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له» «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة» «أمّني جبريل عند الكعبة فجهر بـ: بسم الله الرحمن الرحيم» من قال: «القرآن مخلوق فقد كفر» «كل من في السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن. وسيجيء أقوام من أمتي يقولون: القرآن مخلوق فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم وطلقت منه امرأته من ساعتها».

سادساً: الجهل بالدين مع الرغبة في الخير:

وهو صنيع كثير من الزهاد والعباد والصالحين، فقد كانوا يحتسبون

---

(١) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي.

(٢) الإسلام والحضارة ٢/٥٥٩.

السُّنَّة
ومكانتها في التشريع الإسلامي
تأليف
الدكتور مصطفى السباعي
دار الوراق للنشر والتوزيع
المكتب الإسلامي

তাফসীরে
মাকামে মাহমূদ

JAN 29, 2020

تفسير

البحر المحيط

لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي

المتوفى سنة ٧٤٥ هـ

دراسة وتحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمد معوض

شارك في تحقيقه

الدكتور زكريا عبد المجيد النوقي
أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر

الدكتور أحمد النجولي الجمل
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر

قرظه

الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي
أستاذ التفسير وعلوم القرآن كلية أصول الدين - جامعة الأزهر

الجزء السادس

المحتوى

أول الإسراء - آخر الفرقان

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

وانتصب نافلة ، قال الحوفي : على المصدر أي نفلناك نافلة ، قال : ويجوز أن ينتصب نافلة بتهجد إذا ذهبت بذلك إلى معنى صل به نافلة أي صل نافلة لك ، وقال أبو البقاء فيه وجهان أحدهما مصدر بمعنى تهجد أي تنفل نفلاً ونافلة هنا مصدر كالعاقبة ، والثاني هو حال أي صلاة نافلة انتهى . وهو حال من الضمير في به ويكون عائداً على القرآن لا على وقت الذي قدره ابن عطية ، وقال الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود والحجاج بن عمرو: التهجد بعد نومة، وقال الحسن : ما كان بعد العشاء الآخرة، وقال ابن عباس: نافلة زيادة لك في الفرض وكان قيام الليل فرضا عليه ، وقال ابن عطية ويحتمل أن يكون على جهة الندب في التنفل والخطاب له والمراد هو وأمته كخطابه في أقم الصلاة ، وقال مجاهد والسدّي : إنما هي نافلة له قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل من العمل وقرباً أشرف من نوافل أمته ، لأن هذه أعني نوافل أمته إما أن يجبر بها فرائضهم ، وإما أن يحط بها خطيئاتهم ، وضعف الطبري قول مجاهد واستحسنه أبو عبد الله الرازي ، وقال مقاتل : فله كرامة وعطاء لك، وقيل : كانت فرضاً ثم رخص في تركها ، ومن حديث زيد بن خالد الجهني رمق صلاته عليه الصلاة والسلام ليلة فصلى بالوتر ثلاث عشرة ركعة ، وعن عائشة « أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » ، وعسى مدلولها في المحبوبات الترجي ، فقيل : هي على بابها في الترجي تقديره لتكن على رجاء من أن يبعثك ، وقيل : هي بمعنى كي ، وينبغي أن يكون هذا تفسير معنى والأجود أن هذه الترجية والإطماع بمعنى الوجوب من الله تعالى ، وهو متعلق من حيث المعنى بقوله فتهجد ، وعسى هنا تامة وفاعلها أن يبعثك ، و (ربك) فاعل بيبعثك و (مقاماً) الظاهر أنه معمول ليبعثك هو مصدر من غير لفظ الفعل لأن يبعثك بمعنى يقيمك ، تقول أقيم من قبره وبعث من قبره ، وقال ابن عطية : منصوب على الظرف أي في مقام محمود ، وقيل منصوب على الحال أي ذا مقام ، وقيل : هو مصدر لفعل محذوف ، التقدير : فتقوم مقاماً ، ولا يجوز أن تكون عسى هنا ناقصة وتقدّم الخبر على الاسم فيكون ربك مرفوعاً اسم عسى وأن يبعثك الخبر في موضع نصب بها إلا في هذا الإعراب الأخير ، وأما في قبله فلا يجوز لأن مقاماً منصوب بيبعثك، و (ربك) مرفوع بعسى فيلزم الفصل بأجنبي بين ما هو موصول وبين معموله وهو لا يجوز .

وفي تفسير المقام المحمود أقوال :

أحدها : أنه في أمر الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء حتى تنتهي إليه ﷺ ، والحديث في الصحيح[1] وهي عدة من الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ، ، وفي هذه الشفاعة يحمده أهل الجمع كلهم ، وفي دعائه المشهور « وابعثه المقام المحمود الذي وعدته »[2] ، واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة .

الثاني : أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراجه لمذنبهم من النار ، وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد الحساب ودخول الجنة ودخول النار ، وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء ، وقد روي حديث هذه الشفاعة وفي آخره حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ، قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ، وعن أبي هريرة أنه عليه السلام قال : « المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي » ، فظاهر هذا الكلام تخصيص شفاعته لأمته ، وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى التي يحمده بسببها الخلق كلهم على أن المراد لأمته وغيرهم ، أو يقال إن كل مقام منها محمود .

الثالث : عن حذيفة يجمع الله الناس في صعيد فلا تتكلم نفس ، فأوّل مدعوّ محمد ﷺ فيقول لبيك وسعديك والشر

(١) أخرجه البخاري (٨/٢٥١) كتاب التفسير (٤٧١٨) .
(٢) أخرجه البخاري ٣/٩٤ كتاب الأذان (٦١٤) .

ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ، وبك وإليك لا منجى ولا ملجأ إلا إليك تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ، قال فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً .

الرابع : قال الزمخشري[1] معنى المقام المحمود المقام الذي يحمده القائم فيه ، وكل من رآه وعرفه وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات انتهى . وهذا قول حسن ، ولذلك نكر مقاماً محموداً فلم يتناول مقاماً مخصوصاً بل كل مقام محمود صدق عليه إطلاق اللفظ .

الخامس : ما قالت فرقة منها مجاهد ، وقد روي أيضاً عن ابن عباس أن المقام المحمود هو أن يجلسه الله معه على العرش ، وذكر الطبري في ذلك حديثاً وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يحدّثون بهذا ، قال ابن عطية يعني من أنكر جوازه على تأويله ، وقال أبو عمرو ومجاهد ان كان أحد الأئمة يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم أحدهما هذا والثاني في تأويل إلى ربها ناظرة ، قال تنتظر الثواب ليس من النظر وقد يؤوّل قوله معه على رفع محله وتشريفه على خلقه ، كقوله إن الذين عند ربك وقوله « ابن لي عندك بيتاً » و « ان الله لمع المحسنين » كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان ، وقال الواحدي هذا القول مروي عن ابن عباس وهو قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس ، ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه ، الأول : أن البعث ضد الإجلاس بعثت التارك ، وبعث الله الميت أقامه من قبره ، فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد ، الثاني : لو كان جالساً تعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فكان يكون محدثاً ، الثالث : أنه قال مقاماً ولم يقل مقعداً محموداً والمقام موضع القيام لا موضع القعود ، الرابع : أن الحمقى والجهال يقولون إن أهل الجنة يجلسون كلهم معه تعالى ، ويسألهم عن أحوالهم الدنيوية فلا مزية له بإجلاسه معه ، الخامس : أنه إذا قيل بعث السلطان فلاناً لا يفهم منه أجلسه مع نفسه انتهى . وفيه بعض تلخيص ، ولما أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بعثه مقاماً محموداً وذلك في الآخرة أمره بأن يدعوه بما يشمل أموره الدنيوية والأخروية فقال (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) والظاهر : أنه عام في جميع موارده ومصادره دنيوية وأخروية ، والصدق هنا لفظ يقتضي رفع المذام واستيعاب المدح ، كما تقول « رجل صدق » إذ هو مقابل « رجل سوء » ، وقال ابن عباس والحسن وقتادة : هو إدخال خاص وهو في المدينة وإخراج خاص وهو من مكة ، فيكون المقدم في الذكر هو المؤخر في الوقوع ، ومكان الواو هو الأهم فبدىء به ، وقال مجاهد وأبو صالح ما معناه إدخاله فيما حمله من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤدّياً لما كلفه من غير تفريط وقال الزمخشري[2] : أدخلني القبر مدخل صدق إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب من السيئات ، وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة آمناً من السخط ، يدل عليه ذكره على ذكر البعث ، وقيل إدخاله مكة ظاهراً عليه بالفتح وإخراجه منها آمناً من المشركين ، وقال محمد بن المنكدر : إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً ، وقيل : الإخراج من المدينة والإدخال مكة بالفتح وقيل : الإدخال في الصلاة والإخراج في الجنة والإخراج من مكة ، وقيل : الإدخال فيما أمر به والإخراج مما نهاه عنه ، وقيل : أدخلني في بحار دلائل التوحيد والتنزيه ، وأخرجني من الاشتغال بالدليل إلى معرفة المدلول ، والتأمل في آثار محدثاته إلى الاستغراق في معرفة الأحد الفرد ، وقال أبو سهل حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون ليخرجنّ الأعز منها الأذل، يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة ، والأحسن في هذه الأقوال : أن تكون على سبيل التمثيل لا التعيين ويكون اللفظ كما ذكرناه يتناول جميع الموارد والمصادر وقرأ الجمهور (مُدْخَل) و (مُخْرَج) بضم ميمهما وهو جارٍ قياساً على « أفعل » مصدر نحو أكرمته

(١) انظر الكشاف ٢/٦٨٧ .
(٢) انظر الكشاف ٢/٦٨٨ .

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

প্রমাণিত
ডাকাতির পর

JAN 30, 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

حيثُ يَنفُذُهم البصرُ ، ويُسمِعُهم الدَّاعِى ، حُفاةً عُراةً كما خُلِقوا أوّلَ مرّةٍ ، ثم يقومُ النبىُّ ﷺ فيقولُ : « لبَّيك وسعْدَيك » . ثم ذكَر نحوَه ، إلا أنّه قال : هو المقامُ المحمودُ .

وقال آخرون : بل ذلك المقامُ المحمودُ الذى وعَد اللَّهُ نبيَّه ﷺ أن يبعَثَه إيّاه ، هو أن يُقعِدَه معه على عرشِه .

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا عبادُ بنُ يعقوبَ الأسدىُّ ، قال : ثنا ابنُ فُضيلٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . قال : يُجلِسُه معه على عرشِه[1] .

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ ما صحَّ به الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وذلك ما حدَّثنا به أبو كريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن داودَ بنِ يزيدَ ، عن أبيه ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ . سُئِل عنها قال : « هِىَ الشَّفاعةُ »[2] .

حدَّثنا علىُّ بنُ حربٍ ، قال : ثنا مَكّىُّ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا داودُ بنُ يزيدَ

---

(١) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١١/ ٤٣٦ - ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد ٧/ ١٥٨ - والخلال فى السنة ٢٤١ - ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٦٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٢، ٢٨٦ - ٢٨٨، من طريق ابن فضيل به ، وأخرجه الخلال (٢٩٦، ٢٩٨ - ٣٠١) من طريق أبى يحيى القتات وليث عن مجاهد . قال الذهبى فى العلو - نقلا عن محقق السنة - : أما قضية قعود نبينا على العرش ، فلم يثبت فى ذلك نص ، بل فى الباب حديث واه . وأبطل الواحدى - كما فى البحر المحيط ٦/ ٧٣ - هذا القول من خمسة أوجه ، فانظرها فيه .

(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١١/ ٤٨٤، وأحمد ١٥/ ٤٥٨، ١٦/ ١٥٤، ١٥٥ (٩٧٣٥، ١٠٢٠٠) ، والترمذى (٣١٣٧) ، والبيهقى فى الشعب (٢٩٩، ٣٠٢) ، والخطيب فى الموضح ٢/ ٧٨، من طريق وكيع به .

تفسير الطبري

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري

(٢٢٤هـ - ٣١٠هـ)

تحقيق

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

بالتعاون مع

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية

بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة

الجزء الخامس عشر

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾»[١] وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: لمَّا صلى رسول الله ﷺ صلاة العشاء اضطجع هوياً من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾ حتى بلغ ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ثم أهوى إلى فراشه فاستل منه سواكاً ثم أفرغ في قدح من أدواة عندنا فاستن ثم قام فصلى حتى قلتُ: قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلتُ قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله ﷺ ثلاث مرات قبل الفجر»[٢] رواه النسائي، وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله ﷺ ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً»[٣] رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ﴾ يوم القيامة ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ منصوب على الظرف بإضمار فعله أي فيقيمك مقاماً مَحْمُوداً، أو بتضمين يبعثك معنى يقيمك أو على الحال بمعنى يبعثك ذا مقام محمود يحمده الأولون والآخرون، قال البغوي عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي ﷺ قال «إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وأكرم الخلق على الله ثم قرأ ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قال: يجلسه على العرش» وعن عبد الله بن سلام قال يقعده على الكرسي، والصحيح أن المقام المحمود مقام الشفاعة، أخرج أحمد وابن أبي حاتم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في هذه الآية قال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، وفي الصحيحين عن أنس أن النبي ﷺ قال «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون: أنتَ آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك في جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء إشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول: لستُ هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهى عنها ولكن أتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحاً فيقول: لستُ هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن إيتوا إبراهيم خليل الرحمن قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لستُ هناكم ويذكر ثلاث كذبات

---

(١) أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ترديد الآية (١٠٠٤) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل (١٣٥٠).

(٢) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: بأي شيء تستفتح صلاة الليل (١٦١٧).

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبي ﷺ (٢٩٢٣) وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: تزيين القرآن بالصوت (١٠١٦).

تفسير المظهري

تأليف

القاضي محمد ثناء الله العثماني الحنفي المظهري النقشبندي

١١٤٣ - ١١٢٥

تحقيق

أحمد عزو عناية

الجزء الخامس

مقطر إليها، ومأمول بها دفع المكروه. والثاني: أن النافلة للنبي ﷺ وأمته، والمعنى: ومن الليل فتهجدوا به نافلة لكم، فخوطب النبي ﷺ بخطاب أمته.

قوله تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ﴾ «عسى» من الله واجبة، ومعنى «يبعثك» يقيمك ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ وهو الذي يحمَده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: أحدهما: أنه الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وابن عمر، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، والحسن، وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد[1].
والثاني: يجلسه على العرش يوم القيامة. روى أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية، وقال: يُقعده على العرش، وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس، وليث عن مجاهد.

قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ وقرأ الحسن، وعكرمة، والضحاك، وحميد بن قيس، وقتادة، وابن أبي عبلة بفتح الميم في «مَدخل» و«مَخرج». قال الزجاج: المدخل، بضم الميم: مصدر أدخلته مُدخلاً، ومن قال: مَدخل صدق، فهو على أدخلته، فدخل مَدخل صدق، وكذلك شرح «مَخرج» مثله. وللمفسرين في المراد بهذا المدخل والمخرج أحد عشر قولاً: أحدها: أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق. روى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ بمكة، ثم أمر بالهجرة، فنزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبير، وقتادة، وابن زيد. والثاني: أدخلني القبر مُدخل صدق، وأخرجني منه مُخرج صدق، رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أدخلني المدينة، وأخرجني إلى مكة، يعني: لفتحها، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أدخلني مكة مدخل صدق، وأخرجني منها مخرج صدق، فخرج منها آمناً من المشركين، ودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح، قاله الضحاك. والخامس: أدخلني مُدخل صدقٍ الجنةَ، وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة، رواه قتادة عن الحسن. والسادس: أدخلني في النبوّة والرسالة، وأخرجني منها مخرج صدق، قاله مجاهد، يعني: أخرجني مما يجب عليّ فيها. والسابع: أدخلني في الإسلام، وأخرجني منه، قاله أبو صالح؛ يعني: من أداء ما وجب عليّ فيه إذا جاء الموت. والثامن: أدخلني في طاعتك، وأخرجني منها، أي: سالماً غير مقصِّر في أدائها، قاله عطاء. والتاسع: أدخلني الغار، وأخرجني منه، قاله محمد بن المنكدر. والعاشر: أدخلني في الدِّين، وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق، ذكره الزجاج. والحادي عشر: أدخلني مكة، وأخرجني إلى حُنَين، ذكره أبو سليمان الدمشقي. وأما إضافة الصدق إلى المُدخل والمخْرج، فهو مدح لهما. وقد شرحنا هذا المعنى في سورة [يونس: ٢].

قوله تعالى: ﴿وَٱجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ﴾ أي: من عندك ﴿سُلْطَٰنًا﴾ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التسلُّط على الكافرين بالسيف، وعلى المنافقين بإقامة الحدود، قاله الحسن. والثاني: أنه الحُجة البيِّنة، قاله مجاهد. والثالث: المُلك العزيز الذي يُقهَر به العصاة، قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: وقوله: ﴿نَّصِيرًا﴾ يجوز أن يكون بمعنى مُنْصَراً، ويصلح أن يكون تأويله ناصراً.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ﴾ فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: الإسلام، والباطل: الشرك، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن الحق: القرآن، والباطل: الشيطان، قاله قتادة. والثالث: أن الحق: الجهاد، والباطل: الشرك، قاله ابن جريج. والرابع: الحق: عبادة الله، والباطل: عبادة الأصنام، قاله مقاتل. ومعنى «زهق»: بَطَل واضمحلّ. وكلُّ شيء هلك وبَطَل فقد زَهَق. وزَهقت نفسُه: تلفت. وروى ابن مسعود أنّ رسول الله ﷺ

(١) في «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، كل أمة تتبع نبيها، تقول يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: وفي الباب عن أنس عند البخاري في التوحيد، وعن ابن مسعود عند النسائي والحاكم، وله طريق آخر عند أحمد والحاكم مطولاً، وعن كعب بن مالك عند الحاكم، وأصله عند مسلم، وعن جابر عند أحمد والحاكم، واختلف في وصله وإرساله عن الزهري عن علي بن الحسين، وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن مردويه.

زاد المسير في علم التفسير

تأليف

الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي

٥٠٨ ـ ٥٩٧ هـ

المكتب الإسلامي — دار ابن حزم

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

১৬১

আল্লাহর সাথে বসা
ও
তাফসীরে যাদুল মাসীর

JAN 31, 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

معه
নাই
دلائل
النبوة

مقطِّر إليها، ومأمول بها دفع المكروه. والثاني: أن النافلة للنبي ﷺ وأمته، والمعنى: ومن الليل فتهجدوا به نافلة لكم، فخوطب النبي ﷺ بخطاب أمته.

قوله تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ﴾ «عسى» من الله واجبة، ومعنى «يبعثك» يقيمك ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ وهو الذي يحمَده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: أحدهما: أنه الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وابن عمر، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، والحسن، وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد[١]. والثاني: يجلسه على العرش يوم القيامة. روى أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية، وقال: يُقعده على العرش، وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس، وليث عن مجاهد.

قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ وقرأ الحسن، وعكرمة، والضحاك، وحميد بن قيس، وقتادة، وابن أبي عبلة بفتح الميم في «مَدخل» و«مَخرج». قال الزجاج: المدخل، بضم الميم: مصدر أدخلته مُدخلاً، ومن قال: مَدخل صدق، فهو على أدخلته، فدخل مَدخل صدق، وكذلك شرح «مَخرج» مثله. وللمفسرين في المراد بهذا المدخل والمخرج أحد عشر قولاً: أحدها: أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق. روى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ بمكة، ثم أمر بالهجرة، فنزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبير، وقتادة، وابن زيد. والثاني: أدخلني القبر مُدخل صدق، وأخرجني منه مُخرج صدق، رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أدخلني المدينة، وأخرجني إلى مكة، يعني: لفتحها، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أدخلني مكة مدخل صدق، وأخرجني منها مخرج صدق، فخرج منها آمناً من المشركين، ودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح، قاله الضحاك. والخامس: أدخلني مُدخل صدقٍ الجنةَ، وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة، رواه قتادة عن الحسن. والسادس: أدخلني في النبوّة والرسالة، وأخرجني منها مخرج صدق، قاله مجاهد، يعني: أخرجني مما يجب عليّ فيها. والسابع: أدخلني في الإسلام، وأخرجني منه، قاله أبو صالح؛ يعني: من أداء ما وجب عليّ فيه إذا جاء الموت. والثامن: أدخلني في طاعتك، وأخرجني منها، أي: سالماً غير مقصِّر في أدائها، قاله عطاء. والتاسع: أدخلني الغار، وأخرجني منه، قاله محمد بن المنكدر. والعاشر: أدخلني في الدِّين، وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق، ذكره الزجاج. والحادي عشر: أدخلني مكة، وأخرجني إلى حُنَين، ذكره أبو سليمان الدمشقي. وأما إضافة الصدق إلى المُدخل والمُخرج، فهو مدح لهما. وقد شرحنا هذا المعنى في سورة [يونس: ٢].

قوله تعالى: ﴿وَٱجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ﴾ أي: من عندك ﴿سُلْطَـٰنًا﴾ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التسلُّط على الكافرين بالسيف، وعلى المنافقين بإقامة الحدود، قاله الحسن. والثاني: أنه الحُجة البيِّنة، قاله مجاهد. والثالث: المُلك العزيز الذي يُقهَر به العصاة، قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: وقوله: ﴿نَّصِيرًا﴾ يجوز أن يكون بمعنى مُنْصَراً، ويصلح أن يكون تأويله ناصراً.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ﴾ فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: الإسلام، والباطل: الشرك، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن الحق: القرآن، والباطل: الشيطان، قاله قتادة. والثالث: أن الحق: الجهاد، والباطل: الشرك، قاله ابن جريج. والرابع: الحق: عبادة الله، والباطل: عبادة الأصنام، قاله مقاتل. ومعنى «زهق»: بَطَل واضمحلّ. وكلُّ شيء هلك وبَطَل فقد زَهَق. وزَهقت نفسُه: تلفت. وروى ابن مسعود أنّ رسول الله ﷺ

(١) في «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، كل أمة تتبع نبيها، تقول يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: وفي الباب عن أنس عند البخاري في التوحيد، وعن ابن مسعود عند النسائي والحاكم، وله طريق آخر عند أحمد والحاكم مطولاً، وعن كعب بن مالك عند الحاكم، وأصله عند مسلم، وعن جابر عند أحمد والحاكم، واختلف في وصله وإرساله عن الزهري عن علي بن الحسين، وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن مردويه.

زاد المسير في علم التفسير

تأليف

الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي

٥٠٨ - ٥٩٧ هـ

المكتب الإسلامي — دار ابن حزم

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

JAN 01, 2021

ইম্মামা ডাকাতির পর

১৫৮

কাদিয়ানীদের জাতভাই পরিচয় দিয়ে যায়

কে গোস্তাখে রাসূল গোস্তাখে আহলে বায়ত

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/
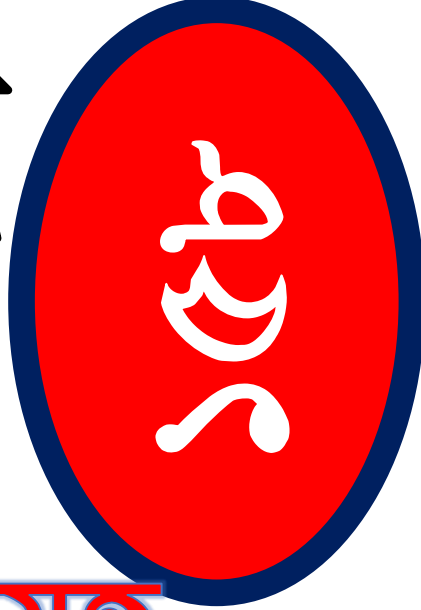
Mohammed Alamgir
হায় হায়!আইনুল কাজ্জাবেরইতো জাত ভাই সে!

42m Like Reply 1

Hossen M M
Mohammed Alamgir আপনার লেখাগুলো পড়ে বুঝতে পারলাম উনি কত আনাড়ি ও খেয়ানতকারী! তাছাড়া বালিকা শব্দ ব্যবহার করে উনি নবীজিকে খারাপভাবে উপস্থাপন করে যে গোস্তাখি করেছে আপসোস! এখন নেটে এই বিশ্রি স্ক্রিনশটটাও পাওয়া যায়। আপসোস! তাছাড়া শিব্বির সাহেব যেভাবে গোমর ফাস করল কি বলব? আসলে আমানতদারের ঠিকাদারী নিয়ে কেউ যদি দানকে ভিক্ষা বলে তখন উনার কাছ থেকে খেয়ানত প্রকাশ পাবে (??) এটাইতো স্বাভাবিক!

20m Like Reply 1

Mohammed Alamgir · 28:15
মুই কিছু কইতামনি?হেতের গোড়া যেখানে,তাগো আকীদাওতো একই রকম নাপাক!
আইনুলের গোড়াটাই হলো আহলে বায়তের শানে,গোস্তাখী,রাসুলের শানে গোস্তাখী।

Tariqul Islam Shahed
nije chara baki sob batil....ai Muhammad Ainul Huda vondoder chine rakha dorkar

اعلیحضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں پر کتاب مستطاب

حیاتِ اعلیحضرت

تالیف لطیف

ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی

ترتیب و تہذیب

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی

مکتبہ نبویہ ◎ گنج بخش روڈ ◎ لاہور
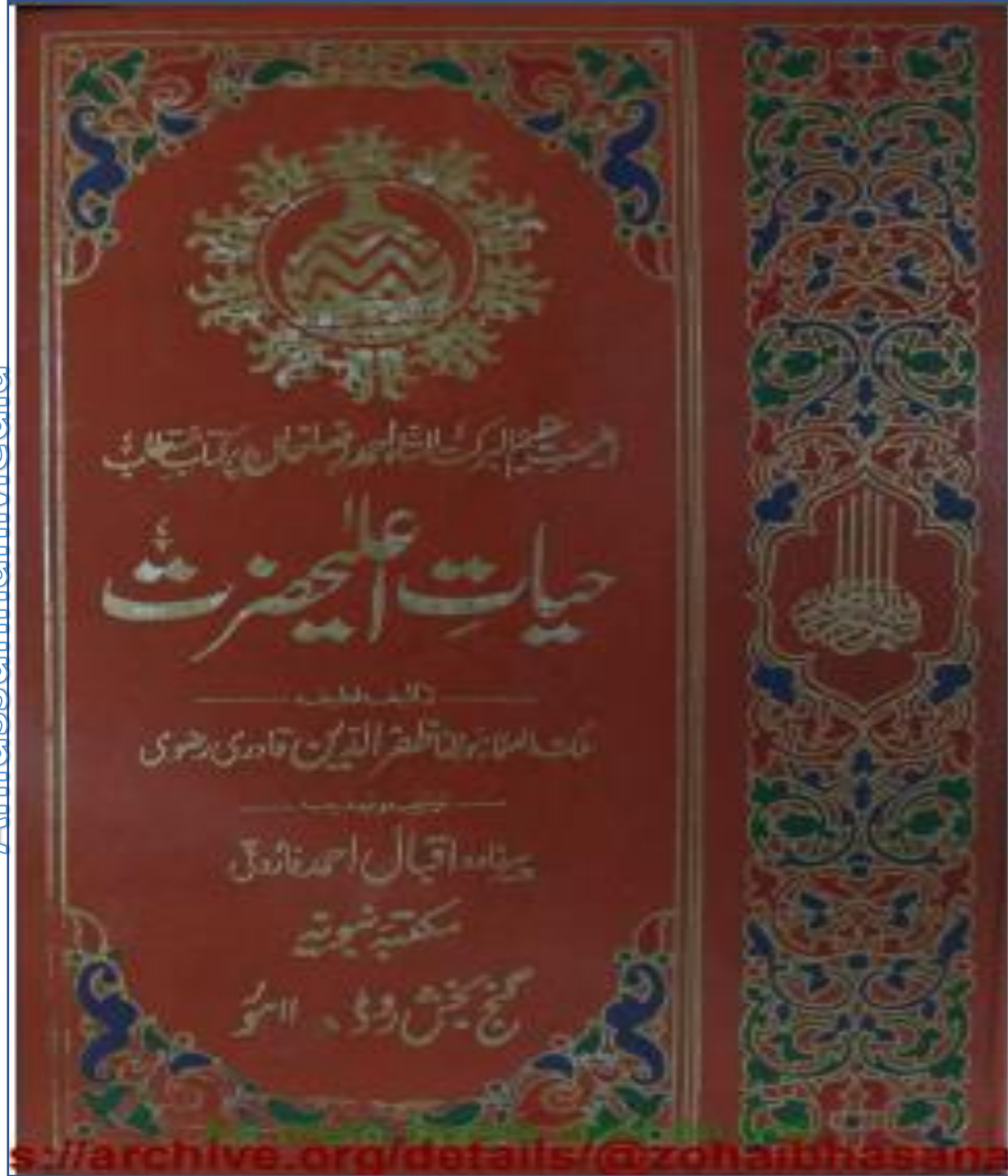
آب باراں، اور نہ ملے تو آب جاری، اور نہ ملے تو آب تازہ سے دھو کر دو سو چھپن بار اس پر یا نور پڑھ کر دم کریں۔ اوّل آخر تین تین بار یہ درود شریف اللھم یا نور یا نور النور صلّ علی نورک المنیر وآلہ و بارک وسلم ۔ یہ پانی آنکھوں پر لگائیں اور باقی پی لیں۔

(۳) ٹھلیاں کی تعویذوں کا چلہ کریں۔ پھر فرمایا یہ عمل ایسے قوی التاثیر ہیں کہ اگر صدق اعتقاد ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ گئی ہوئی آنکھیں واپس آ جائیں۔

ام الصبیان مرگی اور دردِ سر کا علاج:

کسی نے عرض کیا: ”حضور یہ صرع کیا کوئی بلا ہے“ ارشاد ہوا: ہاں اور بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں، اگر بچوں کو ہو ورنہ صرع (مرگی)۔ تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پچیس برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے اور اگر پچیس برس کے بعد والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں اگر کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو امر آخر ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائیں۔ عرض کی صبح و شام یہ مصروعہ ہو جاتی ہے۔ حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا:

اخرج عدواللہ وانا رسول اللہ (نکل اے اللہ کی دشمن میں سب کے لیے خدا کا رسول ہوں۔)

اسی وقت اسے قے آئی۔ ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اور غائب ہوگئی۔ اور وہ عورت ہوش میں آ گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو مرگی ہوگئی۔ حضور نے فرمایا

”اس کے کان میں کہہ دو کہ غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔“

چنانچہ اسی وقت وہ اچھا ہوگیا اور اب تک بغداد مقدس میں مرگی نہیں ہوتی۔

(پھر فرمایا) بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے، اس سے اکثر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچہ کے کان میں کہہ دی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ تا عمر محفوظی ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اعلیحضرت فاضلِ بریلوی الشاہ احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے

شاگردِ عزیز

ملک العلماء مولانا ظفر الدّین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے

فرزندِ ارجمند

ڈاکٹر مختار الدین احمد سابق پروفیسر مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے نام

جن کی عنایات سے یہ نایاب کتاب زیورِ طباعت سے آراستہ ہوئی۔

خوشبو ہے زمانے میں تیری اے گُلِ چیدہ!

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৫৯

যারা তাদের হজরতকে নবী রাসূলদের উপরে মর্যাদা দেয়

OCT 22, 2020

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

FEB 02, 2021

ইম্মামা ডাকাতির পর

বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম, খারিজী মফিজের পোষ্টমর্টেম ও ১১৪৫ বছরের ইতিহাস

১৬

নবী রাসূলের উর্দ্ধে যে ফেরকা তাদের হজরতকে মর্যাদা দেয় তারা হচ্ছে বেরলভী, রেজভী। এই ফেরকার মুখোশ উন্মোচন করা একটি ঈমানী দায়িত্ব।

বাংলাদেশ টাইম রাত ৯টা, নিউ ই ইয়র্ক সকাল ১০টা, লন্ডন বিকাল ৩টা ইনশাআল্লাহ্

اعلیٰ حضرت کا کالغزشوں سے محفوظ رہنا

علمائے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدیوں سے چلے آرہے ہیں مگر لغزش علم وفلتت لسان سے بھی محفوظ رہنا یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ زور قلم میں بکثرت تفرو پسندی میں آ گئے بعض تجدد پسندی پر اتر آئے۔ تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں۔ لفظوں کے استعمال میں بھی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ قول حق کے لہجہ میں بھی بوئے حق نہیں ہے۔ حوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کر لی گئی ہے لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ سارے علمائے عرب وعجم کو اعتراف ہے کہ یا حضرت شیخ محقق مولانا محمد عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی، یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان وقلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ اس عنوان پر غور کرنا ہو تو فتاویٰ رضویہ کا گہرا مطالعہ کر ڈالئے۔

فقیہ اعظم کا ایک عظیم وجلیل حاشیہ جن چار مجلدات پر مشتمل ہے وہ حاشیہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ "ردالمحتار" پر ہے۔ جسے آپ نے بنام "جدالممتار" موسوم فرمایا ہے۔ لیکن یہ بیش قیمت حاشیہ اسی ذخیرے میں پڑا ہے جو ابھی محروم اشاعت ہے۔

مولیٰ تعالیٰ کسی ایسے مرد جلیل کو پیدا فرمادے جو جملہ تصانیف مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے "مرکز اشاعت علوم امام احمد رضا" قائم کرے اور آپ کے جواہر علمی کو جلوۂ طباعت دے۔ آمین!

وصال مبارک

آپ ۲۵ رصفر المظفر ۱۳۴۰ھ مطابق ۱۹۲۱ء جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

انا للہ و انا الیہ راجعون

رُشْدًا ﴿۶۶﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۶۷﴾ وَكَيْفَ

تعلیم ہوئی ۱ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے ۲ اور اس بات پر

تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿۶۸﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ

کیونکر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ۳ کہا عنقریب اللہ

شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿۶۹﴾ قَالَ فَاِنِ

چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے ۴ اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا ۵ کہا تو اگر

اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰۤى اُحْدِثَ لَكَ

آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا ۶ جب تک میں

مِنْهُ ذِكْرًا ﴿۷۰﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ

خود اس کا ذکر نہ کروں ۷ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے ۸

خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

اس بندہ نے اسے چیر ڈالا ۹ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لئے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو

شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿۷۱﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ

۱۰ بیشک یہ تم نے بُری بات کی ۱۱ کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر

صَبْرًا ﴿۷۲﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ

سکیں گے کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو ۱۲ اور مجھ پر میرے

مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿۷۳﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا

کام میں مشکل نہ ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک

غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ

لڑکا ملا ۱۳ اس بندہ نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی

نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿۷۴﴾

جان کے بدلے قتل کر دی ۱۴ بے شک تم نے بہت بری بات کی ۱۵

ع ۹ / ۲۲

۱۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک شاگرد کا استاد کے ساتھ رہنا دوسرے اس کی خدمت کرنا۔ تیسرے اس کا ادب کرنا۔ چوتھے نبی کا علم طریقت میں دوسرے کی شاگردی کرنا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اسی علم سے فرمایا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کا یہ فرمان اندازے اور تخمینے سے نہ تھا بلکہ علم یقین سے تھا ۳۔ معلوم ہوا کہ علم ظاہر کا نام شریعت ہے اور علم باطن کا نام طریقت' وہ اسرار ہیں موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امام تھے مگر خضر علیہ السلام طریقت کے ماہر اس لئے خضر علیہ السلام نے جو کام کئے بظاہر شریعت کے مخالف تھے' ۴۔ یعنی میں اپنے نفس پر قابو رکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد اپنے علم خصوصی کی بنا پر تھا بلکہ اندازے اور تخمینے پر تھا' اس ہی لئے آپ نے انشاء اللہ فرمایا اور خضر علیہ السلام نے انشاء اللہ نہ فرمایا۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے' یہ نہ فرمایا۔ کہ میں صبر کروں گا ۵۔ یعنی آپ مجھے جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا' اس سے معلوم ہوا کہ استاد حاکم ہوتا ہے شاگرد محکوم ۶۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام پر ان کی شریعت کی اتباع لازم نہیں' اگر یہ معاملہ حضور سے پیش آتا تو ان کو حضور کے دین کی اتباع کرنی پڑتی ۷۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جو علم حاصل کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے' وہ علم شریعت نہ تھا بلکہ علم طریقت تھا' ورنہ رب تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعہ اس کی وحی فرما دیتا۔ حضرت خضر کے پاس نہ بھیجتا نیز حضرت خضر اشارات سے اس کی تعلیم نہ فرماتے بلکہ عبارات سے فرماتے جیسا کہ علماء کا دستور ہے' دوسرے یہ کہ علم طریقت زبان سے نہیں' بلکہ صحبت اور نظر سے سکھایا جاتا ہے (شعر) طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے ☆ توحید کی مے پیالوں سے نہیں' آنکھوں پلائی جاتی ہے ☆ ۸۔ اور کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرایہ سوار کر لیا' خیال رہے کہ خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا احتیاج اور ضرورت کے طور پر نہ تھا' بلکہ اس مصلحت کی بنا پر تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے' ورنہ حضرت خضر پانی میں ڈوبنے سے محفوظ ہیں ۹۔ کیونکہ آپ نے کشتی کا وہ تختہ توڑا تھا جو پانی میں رہتا ہے لیکن پانی کشتی میں نہ بھرا' اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے معجزوں' کرامتوں کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں تر جاتی ہیں' اگر خضر علیہ السلام اوپر کا تختہ توڑتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ آپ سواریوں کو ڈبو دیں گے ۱۰۔ یعنی مجھے یقین ہے کہ کشتی ٹوٹ جانے سے آپ نہ ڈوبیں گے' لیکن کشتی کے دوسرے سوار ڈوب جائیں گے اور دوسروں کو ڈبونا اچھا کام نہیں اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ آپ ڈوب جائیں گے' بلکہ فرمایا کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے ۱۱۔ مجھے آپ کا عہد لینا اور اپنا یہ وعدہ کچھ بھی یاد نہ رہا شریعت میں بھول چوک پر گناہ نہیں' لہٰذا آپ بھی درگزر فرمائیں' اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو بھول چوک ہو جاتی ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ پیر کو چاہیے کہ لوگوں کو دھڑا دھڑ مرید بنانے پر حریص نہ ہو۔ بلکہ مرید صادق کا امتحان کرے (روح) ۱۲۔ جو خوبصورت' بلند قامت تھا' اس کا نام جیسور تھا بچوں میں کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام اسے دیوار کی آڑ میں لے گئے' اور اس کا سر گردن سے اکھیڑ لیا ۱۳۔ یعنی بے گناہ' کیونکہ ابھی وہ نابالغ تھا۔ شریعت کا مکلف نہ تھا' بغیر نفس فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باہوش سمجھ دار بچہ کسی مسلمان کو عمداً قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام زکیہ کے بعد بغیر نفس نہ فرماتے ۱۴۔ پہلے امرا' فرمایا تھا' یہ نکرا' فرمایا کیونکہ ٹوٹی کشتی جڑ سکتی

قرآنِ مجید

ترجمہ: کنزالایمان

تفسیر: نورالعرفان

لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا

লিতুগরিক্বা আহ্লাহা-; লাক্বাদ জি'তা শাইআন ইমরা-।

আরোহণকারীদেরকে নিমজ্জিত করে দেবে?[161] নিঃসন্দেহে, তুমি এটা তো মন্দ কাজই করেছো।'[162]

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

ক্বা-লা আলাম আক্বুল ইন্নাকা লান তাসতাত্বী-'আ মা'ইয়া সোয়াবরা-।

৭২. বললো, 'আমি কি বলছিলাম না যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?'

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا

ক্বা-লা লা- তুআ-খিযনী- বিমা-নাসী-তু ওয়ালা- তুরহিক্বনী- মিন আমরী- 'উসরা-।

৭৩. বললো, 'আমাকে আমার ভুলে যাবার জন্য পাকড়াও করো না[163] এবং আমার উপর আমার কাজের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করো না।'

فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا

ফানত্বোয়ালাক্বা-, হাত্তা---ইযা- লাক্বিয়া-গোলা-মান ফাক্বাতালাহূ-, ক্বা-লা আক্বাতালতা নাফসান যাকিয়্যাতাম বিগাইরি নাফস; লাক্বাদ জি'তা শাইআন নুকরা-।★

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত যখন একটা বালকের সাথে সাক্ষাৎ হলো[164] তখন ওই বান্দা তাকে হত্যা করে ফেললো। মূসা বললো,[165] 'তুমি কি একটি নির্দোষ প্রাণ অন্য কোন প্রাণের বদলে ব্যতীতই হত্যা করে ফেললে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছো।'[166]★

টীকা-১৬১॥ কেননা, তিনি কিশ্তীর ওই তক্তা ভেঙ্গে ফেললেন, যা পানির সাথে লাগানো থাকে, কিন্তু পানি কিশ্তীতে ঢোকে নি। এ থেকে বুঝা গেলো যে, বুযুর্গদের মু'জিযা ও কারামতগুলোর বরকতে ডুবন্ত কিশ্তীও ভেসে ওঠে, মুক্তি পায়। হযরত খাযির আলায়হিস্ সালাম উপরের দিকের তক্তা ভাঙ্গলে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এ কথা বলতেন না যে, আপনি আরোহীদেরকে ডুবিয়ে ফেলবেন।

টীকা-১৬২॥ অর্থাৎ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, কিশ্তী ভেঙ্গে গেলেও আপনি ডুববেন না; কিন্তু কিশ্তীর অন্যান্য আরোহীগণ তো ডুবে যাবে। আর অপরকে ডুবিয়ে ফেলা ভাল কাজ নয়। এ কারণে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম একথা বলেন নি- 'আপনি ডুবে যাবেন; বরং বলেছেন, "কিশ্তীর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে ফেলবেন।"

টীকা-১৬৩॥ আমার স্মরণ ছিলো না যে, আপনি আমার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আর আমারও এ ওয়াদা ছিলো। শরীয়তের দৃষ্টিতে ভুলে যাওয়ার উপর গুনাহ্ বর্তায় না। সুতরাং আপনিও ক্ষমা করুন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। এ কথাও বুঝা যায় যে, পীরের উচিত যেন লোকজনকে তাড়াহুড়া করে মুরীদ বানানোর প্রতি বেশি আগ্রহী না হন; বরং সত্যিকার মুরীদের পরীক্ষা নেওয়া চাই। (রূহ)

টীকা-১৬৪॥ যে সুন্দর ও দীর্ঘকায় ছিলো। তার নাম ছিলো 'জায়সূর।' ছেলেদের মধ্যে খেলাধূলা করছিলো। হযরত খাযির আলায়হিস্ সালাম তাকে সে স্থানের অন্তরালে নিয়ে গেলেন এবং তার মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

টীকা-১৬৫॥ অর্থাৎ বে-গুনাহ্। কেননা, তখনো সে না-বালেগ ছিলো। শরীয়তের নির্দেশাবলী তার উপর বর্তায় নি।

بِغَيْرِ نَفْسٍ বলার ফলে বুঝা যাচ্ছে যে, যদি বিবেকবান ছেলে কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে তার থেকেও 'ক্বিসাস' (বদলা) নেওয়া হবে। নতুবা হযরত মূসা আলায়হিস সালাম زَكِيَّة -এর পর بِغَيْرِ نَفْسٍ বলতেন না।

টীকা-১৬৬॥ প্রথমে اِمْرًا বলেছিলেন, এখানে نُكْرًا বলেছেন। কেননা, ভাঙ্গা কিশ্তী মেরামত করা যেতে পারে; কিন্তু মৃত লোককে জীবিত করা যেতে পারে না। সুতরাং এটা প্রথমটা অপেক্ষা বেশি কঠিন।★

মিথ্যাচার সম্রাট আইনুল হুদা নজদী সাহেব, আপনি যেভাবে একের পর এক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন তাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো নগন্য চিজ, কখন হয়তো গোয়েবলসকে ছাড়িয়ে যাবেন ! বাই দা ওয়ে, যে ইস্যু গুলোতে আপনি বিশেষজ্ঞ, ওই ইস্যুগুলোতে যেভাবে আলোচনা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আপনার নৈতিক দেউলিয়াপনা বারবার হাসা হাসির খোরাক হচ্ছে।

আমি আবারও আপনাকে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে দিল্লি মে অখ ইয়া মুক্ত আলোচনায় দাওয়াত জানাচ্ছি। যদি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে একান্তই অসমর্থ হন, তাহলে ইনবক্সেই এর উত্তরগুলো দিয়ে দিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দেবো ইন শা আল্লাহ।

১. সৈয়দ আহমদ বেরলভী ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? কত সালে? ইংরেজ সেনাবাহিনীর সেনাপতির নাম কি ছিল?

২। ভারতবর্ষে 1145 বছর ইসলামী শাসন চলেছিল এই বিষয়টা কি আপনি স্বপ্নে কোন বইয়ে পড়েছেন? নাকি স্বভাবমতো বানিয়ে বলে দিলেন? নাকি সত্যিই ইতিহাসে এর কোন দলিল আছে? অনুগ্রহ করে জানিয়ে বাধিত করবেন। অবশ্য মিথ্যাচার করা আপনাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। এজন্য আপনাকে তাওবা করতে অনুরোধ করছি না।

৩। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অগ্রজ আলা হযরত রাহিমাহুল্লাহর শৈশবের শিক্ষক ছিলেন, রেফারেন্স বই থেকে দিয়েছেন দয়া করে তার স্ক্রিনশট টা দিন।

লা'নাতুল্লাহি আলাল কাজিবিন

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত। খারিজী মুফতী সাহেব পারলে প্রমাণ দিন আমি কোথাও বলেছি ১১৪৫ বছর ইসলামী শাসন ভারত বর্ষে।
لعنة الله على الكاذبين

6:46 AM

আপনার চ্যালেঞ্জ আমি ফেসবুক টাইমলাইনেও নিয়েছি। ইনবক্সেও নিলাম। আপনার মত মিথ্যাবাদী কে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং আপনার মত মিথ্যাবাদী কে খন্ডন করা রসুল পাকের এই গোলামের পক্ষে একেবারে সহজ ব্যাপার।

এই নিন জনাব প্রমাণ যেখানে আপনি বলেছেন 1145 বছরের ইসলামী শাসন। আপনার এই ভিডিওটি ৬ মিনিট থেকে ১২ মিনিট পর্যন্ত শুনুন:

https://youtu.be/hSvPCI1QuVY

ব্রিটিশ ভারত দারুল কি ইসলাম...?পার্ট১

youtube.com

1 এবং 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর এখনো কিন্তু টাচ করতে পারেন নি। টাইমলাইনে আপনি আলোচনা করতে অসমর্থ, এটাতো প্রমান করেই দিয়েছেন। এখন দেখার, ইনবক্স থেকেও পালিয়ে যান কিনা!

8:06 PM

কথা ১ টাই আইনুল হুদা সাহেবের। ১১৪৫ বছরের ইসলামী শাসন ...... ১১৪৫ বছরের মুসলিম শাসন ..... আবার চ্যালেঞ্জ! উত্তর পেয়ে যাবেন। এত মিথ্যাচার করার পরেও কোন লজ্জায় কথা বলতে আসেন? ডোনাল্ড ট্রাম্প মিথ্যাচারিতায় আপনার নিকট হার মানতে বাধ্য! ছি .... !

ব্রেকিং নিউজ: ইনবক্সে উত্তর দিলেন আইনুল হুদা, হলেন ক্লিয়ার বোল্ড আউট
LIVE
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত
AK Azad Al Qadri সিরিজঃ আলা হযরত রাহমুহুল্লাহ সম্পর্কে
19:05:25
Mufti AK Azad Qadri was live.
January 31 at 7:35 PM
ব্রেকিং নিউজ: ইনবক্সে উত্তর দিলেন আইনুল হুদা, হলেন ক্লিয়ার বোল্ড...
ব্রেকিং নিউজ: ইনবক্সে উত্তর দিলেন আইনুল হুদা, হলেন ক্লিয়ার বোল্ড আউট
আইনুল হুদার উত্তরঃ "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত। খারিজী মুফতী সাহেব পারলে প্রমাণ দিন আমি কোথাও বলেছি ১১৪৫ বছর ইসলামী শাসন ভারত বর্ষে।
لعنة الله على الكاذبين
See Less
132
37 Comments 1.4K Views
Like
Comment
Share
Comments
Hide
Most Relevant
Hossen M M · 10:52
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-YPvsGFMk20
YOUTUBE.COM
আইনুল হুদা গিরগিটির থেকেও...
Like · Reply · 1d
Hossen M M · 29:56
Nice
Like · Reply · 1d
View 28 more comments

১১৪৫ বছরের মুসলিম শাসনের পতনের পর “ দারুল ইসলাম”

ইসলামের শাসন শুরু হয় ৭১২ সালে মোহাম্মদ বিন কাসিম দ্বারা সিন্ধু দখলের মাধ্যেম এবং তা সরকারীভাবে শেষ হয় ১৮৫৭। বৃটিশের দখল কার্যকর হতে শুরু করে ১৭৫৭ সালে; শেষ হয় ১৯৪৭ সালে।

৭১২ সালে দামেস্কের খলিফা আল-ওয়ালিদের আশির্বাদপুষ্ট ও বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাসিম ভারতে ইসলামের বিজয় ও শাসনের অভিষেক ঘটান। ১৫৭০’এর দশকে মুঘল সম্রাট আকবরের অধীনে মুসলিম শাসকগণ শক্তভাবে ভারতবর্ষের প্রায় সম্পূর্ণ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণে আনে বা লাভ করে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে (১৬৫৮-১৭০৭) ভারতের মুসলিম নিয়ন্ত্রণ আরো কিছুটা সম্প্রসারীত হয়। ১৭৭৫ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের ভাড়াটিয়া বাহিনীর হাতে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ভারতে ইসলামি শাসনের সমাপ্তি সূচনা করে। ১৭৯৯ সালে সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক মহীশূরের টিপু সুলতান ইংরেজদের হাতে পরাজয় কার্যকরভাবে ভারতে মুসলিম শাসনের সমাপ্তি টানে।